CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 December 2022 ■ আগরতলা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং ■ ৩ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনসমুদ্রে ভাসল আগরতলা, বিজেপি সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোদী

জনজাতিদের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে সুবিধাবাদ ঃ প্রধানমন্ত্রী

রবিবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভাষণ রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সুবিধাবাদী রাজনীতি ত্রিপুরার জনজাতিদের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল এই রাজনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। এজন্যই জনজাতিরা আজ বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করছে। আজ আগরতলায় জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা শান্তি ও বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সুফল সর্বত্র পৌঁছে গেছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিকাশের গতি আগামীদিনগুলিতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার এগুলির যথাযথভাবে রূপায়ণ করছে।

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত দারুণভাবে রূপায়ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্বচ্ছতাকে জনআন্দোলনে পরিণত করেছে। এরফলে ত্রিপুরা ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় স্বচ্ছ রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্যাগণ ও রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

প্রসঙ্গত, আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে ১,৫১,০১৯ জন এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- আরবান প্রকল্পে ৫৪,৫২৬ জন বেনিফিসিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে গৃহ প্রবেশ করেছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আনন্দনগরে স্টেট ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আগরতলা বাইপাস (খয়েরপুর-আমতলি) জাতীয় সড়ক-৮-এর প্রশস্তিকরণের কাজের উদ্বোধন করেছেন।

এছাড়া তিনি পিএমজিএসওয়াই-থ্রি ২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩২টি সড়কের এবং ৫৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১১২টি সড়ক প্রকল্পের (রাজ্য ও জেলা সড়ক) শিলান্যাস করেছেন। সব মিলিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী ৪,৩০০ কোটি টাকারও বেশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বিকাশ যাত্রা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যোগাযোগ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, গরীবদের নতুন ঘরে প্রবেশ করার যে প্রকল্পগুলির আজ উদ্বোধন এবং শিলান্যাস হয়েছে এগুলির জন্য রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার প্রথম ডেন্টাল কলেজ চালু হচ্ছে। এর সুফল এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা পাবেন। তারা এই রাজ্যে থেকেই ডাক্তার হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবেন।

তাঁর কথায়, ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ আজ নতুন ঘরে প্রবেশ করেছেন যাদের মালিক অধিকাংশই এই ত্রিপুরার মা বোনেরা। এমন অনেক মা বোন আছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত ইন্টারনেট পরিষেবাকে কাজে লাগিয়ে যুবক যুবতীরা

ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। রবিবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, আজকের এই ঐতিহাসিক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। ফলে আজকের দিনটি রাজ্যবাসীর জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের দিন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘর সহ অনেক কিছুই প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে এবং নতুন আরও ৭টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য ১০ হাজার ২২২ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজ্যে ৪টি রোপওয়ে নির্মাণের বরাদ্দও পাওয়া গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে রাজ্যে রেল যোগাযোগের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য থেকে দশ বারোটি এক্সপ্রেস ট্রেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করছে। পাশাপাশি আগরতলা রেলস্টেশনটিকে দেশের অন্যতম আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের ফলেই আমাদের রাজ্য দেশের অন্যতম ইন্টারনেট গেটওয়েতে পরিণত হচ্ছে। আর এই উন্নত ইন্টারনেট পরিষেবাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের যুবক যুবতীরা ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- গ্রামীণ প্রকল্পে ১,৫১,০১৯ জন এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান প্রকল্পে ৫৪,৫২৬ জন বেনিফিসিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে গৃহ প্রবেশ করেছেন।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আজ ভার্চয়াল পদ্ধতিতে আনন্দনগরে স্টেট ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আগরতলা বাইপাস (খয়েরপুর-আমতলি) জাতীয় সড়ক-৮-এর প্রশস্তিকরণের কাজের উদ্বোধন করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুললো আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ১৯৮৬ সাল, এরপর কেটে গেছে ৩৬টি বছর। অবশেষে আবারও আকাশি-সাদাদের উৎসবে মাতলো গোটা বিশ্ব। টানটান উত্তেজনা শেষে কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুললো আর্জেন্টিনা। নির্ধারিত সময়ে ২-২ সমতা। অতিরিক্ত সময়ে ৩-৩। এরপর ফলাফল গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে ৪-২ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বাজপাখি মার্টিনেজ ঠেকিয়ে দেন একটি শট।

মেসি ও ডি মারিয়ার গোলে ম্যাচের ৮০ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে আর্জেন্টিনা। মনে হচ্ছে ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান হতে চলছে। আর মাত্র ১০ মিনিট পার করে দিতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কিন্তু ফ্রান্সের একজন এমবাপ্পে ছিলেন।

দুই মিনিটের ঝড়। দুটি গোল করলেন এমবাপ্পে। ৭৮ মিনিটে ফ্রান্সের আক্রমণের সময় বক্সের মধ্যে হাঁটু দিয়ে কোলো মুয়ানিকে মারেন ওটামেন্ডি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। পরের মুহূর্তেই আবার আক্রমণ করে ফ্রান্স। ডান দিক থেকে এমবাপ্পেকে লম্বা বল বাড়িয়েছিলেন কোমান। দ্রুত পাস খেলে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে অনবদ্য শটে গোল করলেন এমবাপ্পে। ২-২ গোলে সমতা। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে সেই মেসি ম্যাজিক। দুর্দান্ত এক গোলে ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ১১৮ মিনিট। এমবাপ্পের শট আটকাতে গিয়ে বক্সের মধ্যেই বল হাতে লাগালেন মন্তিয়েল।

বিশালগড়ে উল্টে গেল অটো, দুই যাত্রী গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ডিসেম্বর।। রবিবার সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিশালগড় বাইপাস সড়কে অটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আহত হয় দুই যাত্রী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর-০১ই-২৯৭৭ নাম্বারের অটো গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয়।এতে অটো গাড়িতে থাকা শিপ্রা রায় এবং শুভঙ্কর রায় নামে দুইজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়।

পরবর্তী সময়ে স্থানীয় লোকেরা দেখতে পেয়ে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ফ্লপ মানুষ বয়কট করেছে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আজ দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসমাবেশ একটি ফ্লপ শো ছিল, কারণ মানুষ এটি বয়কট করেছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি নেতারা আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় যোগ দিতে বাধ্য করেছে এবং হুমকি দিয়েছে।

আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার জনগণকে হতাশ করেছেন। বিশেষ করে যুবকদের জন্য কোনো নতুন প্রকল্প না করে। আমরা হতাশ যে ২০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের টাকা ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শুরু করলেন বাংলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী ভাষণের শুরুটা করেছেন বাংলা ও ককবরকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নমস্কার, খুলুমখা, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূণ্যভূমিতে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় উপজাতি দলগুলি বুদ্‌বুদের মত হারিয়ে যায়

স্বার্থান্ধ রাজনীতি উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

রবিবার বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী বিশাল জনসমাবেশে স্বল্পকালীন ভাষণে বিজেপি সরকারের প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষণে বলেছেন, সুবিধাবাদী রাজনীতি জনজাতিদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য আজ অনুধাবন করার সময় এসেছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের নিয়ে একের পর এক রাজনীতি হয়েছে। কিন্তু, সমগ্র উপজাতি সমাজকে জাতীয় স্রোতে সামিল করা যায়নি। আজও তাঁরা পিছিয়ে আছে। আর এই পিছিয়ে থাকার পিছনে কারণ তাঁদের নিয়ে রাজনীতির স্বার্থবাদ খেলা। স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়ে এরাজ্যের উগ্রপন্থীরা মানুষ খুন করেছে আর অর্থ লুট করেছে। মহম্মদ এরশাদ সরকারের আমলে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল উগ্রপন্থীদের স্বর্গোদ্যান। এরশাদ সরকারের মদতে উগ্রপন্থীরা ত্রিপুরায় গণহত্যা চালিয়ে, অপহরণ করে মোটা টাকা লুট করে বাংলাদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেত। এইসব উগ্রপন্থীরা এই লুট করা অর্থে সুখভোগের রাজত্ব করত। এইভাবেই একের পর এক উপজাতি অংশের মানুষ জনজাতিদের উন্নয়নের নামে, স্বাধীনতার নামে ত্রিপুরার ভয়ানক সর্বনাশ করে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আজকের সময়ে অর্থপূর্ণ। তিনি জানেন উগ্রপন্থীরা জনজাতিদের কল্যাণের জন্য মোটেই চিন্তিত ছিল না। তারা লুটতরাজ, রক্ত ঝরিয়ে টাকা আদায় এসব করে গিয়েছে। বিভিন্ন কায়দায় উপজাতিদের কথা বলে উপজাতিদেরই সর্বনাশ করেছে। আর এজন্যই এরাজ্যের উপজাতিদের একটা অংশ এখনও সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছেন।

যারা উপজাতিদের দরদ দেখিয়ে ময়দানে আছেন তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন উপজাতি মানুষের ভাষা এখনও অবহেলিত রয়েছে। এতকিছুর পরও এই ভাষার হরফ বিতর্কেরই অবসান হয়নি। সিপিআইএম ককবরককে বাংলাভাষার হরফের পক্ষে। ত্রিপুরার উপজাতিদের অবিসংবাদিত নেতা দশরথ দেবও তার প্রবন্ধে উপজাতিদের ককবরক ভাষায় বাংলা হরফের পক্ষে সওয়াল করেছেন। কিন্তু, না। আইএনপিটি, আইপিএফটি, টিএনভি এইসব দলগুলি রোমান হরফের পক্ষপাতি। সিপিআইএম দল যখন এডিসিতে ক্ষমতায় ছিল তখন ককবরক ভাষায় লক্ষ লক্ষ টাকার বই ছাপা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আইপিএফটি ক্ষমতায় বসে ককবরক ভাষায় রোমান হরফ চালুর পদক্ষেপ নেয়। এইভাবে হরফের টানাপোড়েনে ককবরক ভাষা কার্যত আতুঁড় ঘর থেকেই বেরুতে পারছে না। অথচ বাংলা ও ককবরক ভাষা রাজ্য সরকারের স্বীকৃত ভাষা। এই দুটি ভাষাতে রাজ্য সরকারের কাজকর্ম চলতে পারে। কিন্তু, না। বাংলা ভাষাই যেখানে অবহেলিত সেখানে ককবরক ভাষার কথা বলে তো লাভ নেই। উপজাতি নেতারা উপজাতিদের জন্য মায়াকান্না করেন। ভোট বৈতরণী পাড় হতে যতটা না সচেষ্ট বাস্তবে তারা উল্টো পথেই হাটেন। যদি তা না হত তাহলে ককবরক ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত। ত্রিপুরায় সিংহভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলেন। উপজাতিরা বাংলা ভাষা জানেন। বাঙালীদের সিংহভাগ মানুষ ককবরক ভাষা জানেন না। যেই জাতির ভাষাই দূর্বল সেই জাতির মৌলিক অগ্রগতি কিভাবে হবে? ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ৬৮ ◻ ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ ইং ◻ ৩ পৌষ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নে নতুন পালক

রবিবার ডেন্টাল কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়া রাজ্যের উন্নয়নের নতুন পালক যুক্ত করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ গড়িয়া তুলিবার দাবি দীর্ঘদিনের। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার গড়িয়া ওঠাবার পর হইতে রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ গড়িয়া তুলিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালানো হইতেছিল। বিশেষ করিয়া বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যের ডেন্টাল কলেজ গড়িয়া শনিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি কর্মজীবনে নিজেও একজন বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরায় একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের দাবিদার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়া ছিল। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা তার কাছে এক আত্মমর্যাদার বিষয়ক হইয়া ওঠে। অবশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাইয়া রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়া ডেন্টাল কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়া সেই প্রত্যাশার সফল বাস্তবায়ন হইয়াছে। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে নানা মহল হইতে নানা প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা ওইসব প্রশ্নের সঠিক ও যথাযথ জবাব দিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যথা সময়ে ডেন্টাল কলেজের প্রথম পাঠন শুরু করিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। রবিবার ত্রিপুরায় ডেন্টাল কলেজ ও স্টেট ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্টের উদ্বোধন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মিত ঘরে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়াছেন। একাধিক সড়ক যোজনা প্রকল্পেরও শিলান্যাস করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। ৪,৩৫০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করিয়া প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি প্রকল্পকে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গও করিয়াছেন।মূলত, দেশের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারই যাহাতে একটি করিয়া বাসস্থানের মালিকানা লাভ করিতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বরাবরই সচেষ্ট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরাও এর ব্যতিক্রম নন। তাই প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মৌলিক চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করিয়া ত্রিপুরায় ‘গৃহ প্রবেশ’ কর্মসূচির সূচনা করিয়াছেন। ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’র আওতায় যে সব বাসস্থান নির্মিত হইয়াছে সেগুলির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন তিনি। এই বাসস্থানগুলি গড়িয়া তোলা হইয়াছে ৩,৪০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে। এর ফলে উপকৃত হইবেন ২ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র পরিবার।ত্রিপুরায় সড়ক সংযোগকে আরও উন্নত করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে ৮ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের আগরতলা বাইপাসকে আরও প্রশস্ত করিয়া তুলিবার কাজেরও এদিন সূচনা হইয়াছে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরিয়া। খয়েরপুর থেকে আমতলি পর্যন্ত রাস্তাকে আরও চওড়া করিয়া পুনর্নির্মাণ করা হইবে। এর ফলে আগরতলা শহরে যানজটের সমস্যা বহুলাংশে মিটিয়া যাইবে।প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-র আওতায় ২৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩২টি সড়কের এদিন শিলান্যাস করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, ৫৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১১২টি সড়ক উন্নয়নের কাজেরও এদিন সূচনা করিয়াছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরকালে যেসব প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করিয়াছেন এবং যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস করিয়াছেন সেগুলির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই রবিবারের জনসমাবেশ সার্থকতা করিবে বলিয়া রাজ্যবাসী আশায় বুক বাঁধিয়াছেন। বিরোধী রাজনৈতিক মহলসহ বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেসব আশ্বাস বাণী ও প্রকল্পের শিলান্যাস করিয়াছেন সেগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইবে তো? এসব আশার বাণী ও প্রতিশ্রুতি যাহাতে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ না থাকে সেই দাবি উঠিয়াছে বিভিন্ন মহল হইতে।

আসানসোলে পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারের কাছে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি স)। রবিবার আসানসোলে গিয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবে তৃণমূলের ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। শনিবার দলীয় সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।আসানসোলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কম্বল বিলির কর্মসূচিতে পদপিষ্ট হয়ে সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ তিন জনের। ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার মৃতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার।মৃতদের পরিবারকে ২ লাখ টাকা এবং আহতদের পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। এবার মৃতদের বাড়িতে প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

‘গ্যাঙ অব ডেভিল’ মামলায় নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে তাৎক্ষণিক বদলি বিলাসীপাড়ার ওসি

ধুবড়ি (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘গ্যাঙ অব ডেভিল’ মামলায় বেলাগাম নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করা হয়েছে বিলাসীপাড়া থানার ওসি সঞ্জীব দাসকে।

বাইক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা মহিলাকে হত্যাকারী ‘গ্যাঙ অব ডেভিল’ সদস্যের দশ মিনিটের মধ্যে মুক্তিতে তাঁর কথিত সংযোগের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ওসি সঞ্জীব দাসকে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল ধুবড় পুলিশ ‘গ্যাঙ অব ডেভিল’-এর চার অভিযুক্ত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে একজন যে নিজে বাইক দিয়ে ধাক্কা মেরে ৬৯ বছর বয়সি মহিলাকে মেরেছে। দুর্ঘটনার পর শয়তান দল একটি ভিডিও তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে। ভিডিওয় এক সদস্য বলছে, বাইক দিয়ে এক মহিলাকে মারার পর পুলিশ তাদের একজনকে আটক করেছিল। কিন্তু মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছে। এর জন্য তারা এখন পার্টিতে মত্ত হয়ে রয়েছে। এটা পাওয়ার অব দ্যা ‘গ্যাঙ অব ডেভিল’। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ধরপাকড় শুরু হয় এবং আজ তাৎক্ষণিকভাবে বিলাসীপাড়া থানার ওসি সঞ্জীব দাসকে বদলি করেছেন ধুবড়ির পুলিশ সুপার অপর্ণা নটরাজন।

লালন শেখ খুন হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট

বীরভূম, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিবিআই হেফাজতে লালন শেখ খুন হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, গলায় ফাঁস লেগে ঝোলার কারণেই মৃত্যু হয়েছে, লালনের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। খুন হলে সাধারণত মৃতদেহে চোট আঘাতের চিহ্ন থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্ত শেষে বুধবার সকাল ১০টায় লালন শেখের দেহ বগটুই গ্রামে নিয়ে যায় তার পরিবারের লোক। রামপুরহাট হাসপাতালে ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিল চার চিকিৎসকের দল। সমস্তটাই ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ভিডিয়ো তুলে দেওয়া হয় জেলাশাসকের হাতে।

হাড়মজ্জায় মিশে আছে, মাছ খাওয়া নিয়ে কটাক্ষ বাঙালি সহ্য করবে না

বিশ্বদীপ দে

বাঙালি আর মাছ পাশাপাশি এই দু'টি শব্দ বসিয়ে দিলে কী দাঁড়ায়? সেটাও বলতে হবে? গোটা ভারত মাছ বা ‘মছলি’ বলতে যে প্রাণীটিকে বোঝে তা যে বাঙালি নামক জাতিটির আত্মায় একেবারে যাকে বলে ট্যাটু করা সে তো আসমুদ্র হিমাচল জানে। বুঝতেই পারছেন, এই মুহূর্তে এই চিরকালীন কথাগুলির পুনরাবৃত্তির পিছনে রয়েছেন পরেশ রাওয়াল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো এই প্রদেশেও তিনি ভালই জনপ্রিয়। কিন্তু তা বলে বাঙালিকে মাছের খোঁটা দিয়ে বসবেন প্রবীণ অভিনেতা? রাজনীতি, বিতর্ক এসবে আমরা ঢুকব না। কেবল এই লেখায় একবার বুঝে নিতে চাইব কেন বাঙালিকে মাছ নিয়ে বলতেই এমন গনগনে হয়ে উঠল সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আঁচ? কেনই বা দেশের অন্যান্য প্রদেশে মাছ খাওয়ার জন্য বিদ্রুপেরও শিকার হতে হয় বাঙালিকে?

আসলে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ‘মাছে ভাতে বাঙালি’ এমনি এমনি বলা হয় না। এটা কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়। সাহিত্য থেকে ঐতিহ্য, শুভাশুভের যোগ, মাছের সঙ্গে বাঙালি একেবারে লতায় পাতায় জড়িয়ে। আমাদের চিরচেনা ভূতপ্রেতেও রয়ে গিয়েছে সেই চিহ্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিচালক নুহাশ হুমায়ূন পরিচালিত ‘পেটকাটা ষ’ সিরিজের প্রথম গল্পেই দেখা মিলেছিল মেছো পেত্নির। বাঙালির চিরকালীন মিথের আবহকে তুলে ধরতে শুরুতেই এই প্রেতিনীর আগমন নেহাত কাকতালীয় নয়। সম্ভবত বাঙালির তীব্র মাছপ্রীতির ধারাকেই ব্যবহার করতে চাওয়াই আসল উদ্দেশ্য ছিল নুহাশের।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে দেখতে পাই দেবী অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনি চাইছেন, তাঁর সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে। এই দুধ-ভাতও বাঙালির এক চিরকালীন টার্ম। খুব ছোট কাউকে খেলায় নিতে বাধ্য হলে আমরা তাকে ‘দুধে-ভাতে’ করে রাখি। অর্থাৎ সে কোনও প্রতিযোগিতায় থাকবে না। সে আদুরে। কিন্তু এরই সমান্তরালে রয়ে গিয়েছে ‘মাছে-ভাতে’ শব্দবন্ধও, যা বাঙালির অন্যতম আর্কিটাইপ। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, “ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল/ ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।” বাঙালির ‘বেঁচে থাকা’ ও ‘ভাত-মাছ’কে গুপ্ত কবি একসারিতে বসিয়ে গিয়েছেন সেই কবে। মনে রাখতে হবে মাংস কিংবা ডিম নয়, মাছই। কিন্তু বাঙালির মাছ খাওয়া শুরু কবে? বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। সেখানেই নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নানা পেশার মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁতি থেকে ব্যাধ কিংবা ডোম অথবা ছুতোর রয়েছেন নানাজন। এঁদের মধ্যেই দেখা মেলে ধীবর অর্থাৎ জেলেদেরও। চর্যার তেরো নম্বর পদে কাহ্নপাদের লেখায় ফুটে ওঠে মাছ ধরার দৃশ্য- ‘তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাআ সুইনা।/ মাঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।/ পঞ্চ তথাগত কিঅ কোড়ুআল।/ বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।।’ মাঝনদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার এই দৃশ্য বুঝিয়ে দেয় ভাত খাওয়ার মতোই বাঙালির মাছ খাওয়ার সংস্কৃতিও সুপ্রাচীন! অর্থাৎ সেই আদ্যিকাল থেকেই।

এপ্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ বইয়ে পাচ্ছি পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলির কথা। সেখানেও মাছ কোটা কিংবা হাটে মাছ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য খোদাই রয়েছে। এরকম প্রাচীন নিদর্শন আরও রয়েছে। মঙ্গলকাব্যই ধরা যাক। মনসামঙ্গলে বরিশালের বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, ‘রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলকাতার আগ/ মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ/ ঝাঁঝ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ/ ভিতরে মরিচ-গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুত।।’ ভাবা যায়? মাছের পদের কী বাহার! খাঁদু চিত্রকরের পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত মাছের বিয়ের পট।

প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশের পটচিত্রেও রয়েছে মাছবিলাসের কথা। বিশিষ্ট পট বিশেষজ্ঞ অঞ্জন সেনকে এপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “পটচিত্রে মহিলা মাছ বিক্রেতা বা তথাকথিত মেছুনিদের দেখা মেলে। তাছাড়া ইতিউতি মাছ হাতে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও চোখে পড়ে। উনিশ শতকের বাবু চিত্রেও ব্যঙ্গার্থে মাছের ব্যবহার তো রয়েছেই।” আরেক পট বিশেষজ্ঞ প্রসেনজিৎ দত্ত আবার শোনালেন মাছের বিয়ের কথা। জড়ানো পট বা দীঘল পট, যেখানে আড়াআড়ি কিংবা লম্বালম্বি ছবি এঁকে গল্প বলা হয়, সেখানে মাছের বিয়ের গল্প ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রসেনজিতের কথায়, “এমনও পট দেখেছি, যেখানে পালকিতে দু'জন মাছকে দেখা যাচ্ছে। যাদের একজন বর, অন্যজন কনে। আর সেই বিয়ে দিচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য জীবরা মিলে।” মাছের বিয়ের কথা উঠলে একটি প্রচলিত গানের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। ‘চ্যাং মাছে বলে মাঝিভাই আমাকে না মারিও/ কাল দারিকার হইব বিয়া রে, আমি বরযাত্রী যামু’ দারিকা মাছের বিয়েতে হরেক মাছের বরযাত্রী হওয়ার সেই গান কার লেখা, কার সুর কেউ জানে না। বাঙালির মৎস্যপ্রীতির মতোই এই গানও বঙ্গদেশের জল- মাটি- হাওয়ার মধ্যে মিশে গিয়ে বাঙালির সংস্কৃতিতে মাছের চিরকালীন আবেদনকে ফুটিয়ে তুলেছে। কত রকম মাছের কথাই যে আছে! বউভোলানি, জটা বগিলা, মাথাড্যাঙানি এই বিচিত্র সব নামের ডাক চোখের সামনে নানা মাছের পসরা বসিয়ে দেয়।

কেন? কেন মাছের প্রতি বাঙালির এই অদম্য আকর্ষণ? এর উত্তর দিচ্ছেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি লিখছেন, ‘বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।’ তিনি উল্লেখ করেছেন চিন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালির ভূপ্রাকৃতিক সাদৃশ্যের কথা। বাঙালির মতো তাদেরও মাছের প্রতি আকর্ষণ অমোঘ। এমন কথাও শোনা যায়, মাছ খাওয়া নিয়ে কম্পিটিশনে বাঙালিকে বলে বলে গোল দেবে জাপানিরা। যাই হোক, জাপানিদের সঙ্গে জিতুক না জিতুক বাঙালির মৎস্যপুরাণের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু কেন মাছ খাওয়া নিয়ে বাঙালিকে খোঁটা সইতে হয়েছে বারে বারে? এপ্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘বাঙালির ইতিহাস’, যা কিনা নীহাররঞ্জনের বইয়েরই এক সংক্ষিপ্ত ও চলিত সংস্করণ, সেখানে লেখা হয়েছে, ‘নিরামিষ আহারে বাঙালির কোনওদিনই রুচি নেই। বাঙালির এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনওদিনই ভাল চোখে দেখেনি। আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য ভারত ক্রমেই নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে এই প্রভাব ছড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।’ এই ভাবেই অতীতের বিস্মৃত সময়কাল ধরে রেখেছে বাঙালির ‘মৎস্যপ্রীতি’র ঐতিহ্যকে। অন্যদের অপছন্দ, তাতে বাঙালির থোড়াই কেয়ার। কাজেই এত বছরের ঐতিহ্যকে রক্তের মধ্যে বহন করতে করতে বাঙালি আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে মাছ খাওয়া নিয়ে ন্যূনতম খোঁটাও সে সইতে রাজি নয়। কিছুতেই না।

একজন মহাশূন্যচারীর সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ আসাদ উজ জামান

খুবই দুর্লভ একটি বিষয়! সরাসরি মহাশূন্যযান থেকে কারোর সাক্ষাৎকার! কোনো ভণিতা নেই। যা কিছু জানার, সরাসরি প্রশ্ন করা হচ্ছে। উপস্থাপক আর মহাশূন্যচারী দুজনেই সাবলীল। বেশ উপভোগ্য একটি সাক্ষাৎকার। এক পর্যায়ে উপস্থাপক মহাশূন্যচারীর কাছে জানতে চান, মহাশূন্যে ভেসে থাকতে আপনার কেমন লাগে, ক্লান্ত লাগে না? মহাশূন্যে ভাসাটাই আমার জীবন! কখনো ক্লান্তি আসেনি? না, আমি সারাক্ষণই অভিভূত হতে থাকি! তাই কখনো ক্লান্ত অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না। এই মহাশূন্যে চলতে চলতে কোনো বিশেষ কিছু কি ভালো লেগেছে আপনার? মহাশূন্যের সবকিছুই ভালো লাগে, দূরের তারা, অন্ধকার আকাশ... আপনি কত দিন ধরে বা কত ঘণ্টা ধরে মহাশূন্যে আছেন? ৬ লাখ ২৩ হাজার ৭২৭ ঘণ্টা! এত সময় ধরে আপনি মহাশূন্যে আছেন? হ্যাঁ, আমি জন্মের পর থেকেই মহাশূন্যে ভেসে চলছি! তা কীভাবে সম্ভব? আমার মা-ও ছিলেন মহাশূন্যচারী! তা—ই? হ্যাঁ, আমরা বংশপরম্পরায় মহাশূন্যচারী। শুনে খুবই ভালো লাগল। উপস্থাপক সত্যিই চমকে উঠেছেন, মহাশূন্যচারীর কী সৌভাগ্য, নিজের মা---ও মহাশূন্যচারী, তার জন্মও হয়েছে মহাশূন্যে! উপস্থাপক আবার শুরু করেন, মহাশূন্যে আপনি তো অনেক দিন ধরেই ভেসে আছেন, তো কী কী আছে ওখানে, যা দেখে আপনার ভালো লাগে? আসলে মহাবিশ্বে তেমন কিছু নেই। বলতে গেলে পুরোটাই ফাঁকা! তাহলে আপনি যে বললেন, আপনি সব সময় অভিভূত থাকেন, কীভাবে সম্ভব? এটা শুধু আমার ভাবনার জন্য, আমার ভাবনার পেছনে যে মায়া, তার জন্য! একটু বুঝিয়ে বলবেন কি? এই মহাবিশ্বে যা আছে, সে শুধু ভাবনা, আমাদের ভাবনার ক্ষমতাই হচ্ছে মহাবিশ্বের সবচেয়ে দামি আর সুন্দর, এর পেছনে আছে মায়া, এক নৈসর্গিক মায়া। এখন একটু অন্যদিকে যাই, আচ্ছা আপনার জীবনে কী সবচেয়ে প্রিয়? হ্যাঁ, মানুষ। উপস্থাপক আবার চমকে যান। তাই আবার জানতে চান, এত দিন মহাশূন্যে থাকার পরও আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ? হ্যাঁ।

কোনো বিশেষ তারা বা নক্ষত্রএ রকম কিছু আপনার প্রিয় নেই? ওগুলোও প্রিয়, কিন্তু মানুষের ভাবনার যে ক্ষমতা, এর যে সৌন্দর্য, তার তুলনায় একটি তারা কেন, পুরো মহাবিশ্বই খুব সাদামাটা! আপনার কাছে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্চর্য কী?

প্রাণ! প্রাণ নিয়ে আপনার কি নিজস্ব কোনো ধারণা আছে, যা আমাদের জানাতে চান? আমার কাছে প্রাণ হচ্ছে মহাবিশ্বের এক বিশুদ্ধ অনুরণন! কী রকম? একটি প্রাণের উদ্ভব হয় সব মহাবিশ্বের অনুরণনে, প্রাণ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং এটি পুরো মহাবিশ্বের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত! উপস্থাপককে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি এখানে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। মহাশূন্যচারীর কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। তাই বিষয়টা একটু ঘুরিয়ে জানতে চাইলেন, প্রেম বা ভালোবাসা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? মহাশূন্যচারী যেন এই প্রশ্নের জন্য তৈরিই ছিলেন। তিনি খুব সহজভাবেই বললেন, প্রেম বা ভালোবাসা হচ্ছে মায়া বা ভাবনার জগতে সূক্ষ্মতম নৈসর্গিক অনুরণন! আপনার কি মনে হয় এটা সবাই বুঝতে পারে? যদিও অনুভবের মাত্রাটা কারোর মনের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু সবার জীবনেই এটা ছড়িয়ে আছে, অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো, শান্ত মনে চেষ্টা করলে সবাই শুনতে পাবে।

আর শুনতে বা ধরতে না পারলে? তাতে যায়—আসে না, এর প্রভাব সবার জীবনেই আছে। এই এত সময়ে ধরে মহাশূন্যে থাকার পরও আপনি তা—ই ভাবছেন?

জি, বলতে গেলে একটি জীবন যেন প্রেম বা ভালোবাসার এক নৈসর্গিক সাগরের একেকটা ঢেউ! এখানে তাহলে নারী—পুরুষের যে সম্পর্ক, সেখানেও কি এই একই ভালোবাসা কাজ করে? অবশ্যই, নারী আর পুরুষের ভালোবাসাও সূক্ষ্মতম নৈসর্গিক অনুরণনের একটি প্রকাশমাত্র! এখানে উপস্থাপক যেন সহজভাবেই মহাশূন্যচারীর কথাটা মেনে নিলেন। বেশি ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না, তাহলে হয়তো অনেক দর্শকই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলতে পারেন। মহাশূন্যচারীকে উপস্থাপক বললেন, এই মুহূর্তে আপনি কত বেগে চলছেন? ঘণ্টায় প্রায় ৮ লাখ ৩২ হাজার কিলোমিটার বেগে। আপনি ঠিক কোথায় যাওয়ার জন্যে এই মহাশূন্যযানে চলছেন? মহাবিশ্ব এত বড় যে এতে বিশেষ কোনো গন্তব্য নেই, এখানে চলতে পারাই আনন্দের! তারপরও, আপনি কোথায় যেতে চান? মহাবিশ্বের একটি বিশেষ নিয়ম আছে, সেই নিয়মে আমি যেখানে পৌঁছাতে পারি! আপনার মহাশূন্যযান আর কত দিন চলতে পারবে?

মহাশূন্যযানে আর কত দিনের জ্বালানি আছে? আচ্ছা, এবার বুঝতে পারছি। এটা সোলার লাইট দিয়ে চলে। খাবার আছে কত দিনের কিংবা অক্সিজেন? এটা একটি সেলফ সাসটেইনেবল মহাশূন্যযান। এর যত্ন নিলে কখনোই খাবার বা অক্সিজেনের অভাব হবে না। তা—ই নাকি! কী অদ্ভুত! আচ্ছা! আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে, এখন বলেন, পৃথিবীবাসীর জন্য আপনার বিশেষ কোনো বার্তা আছে কি?

আপনার এই কথাগুলো খুব ভালো লাগছে। এখন বলুন একটি মহাশূন্যযানে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মহাশূন্যযানের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে কিছু নেই, এখানে সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এক ফোঁটা অক্সিজেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এক ফোঁটা ময়লাও গুরুত্বপূর্ণ! ময়লা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, মহাশূন্যযানের জায়গাটা বদ্ধ, সবকিছুর সমান যত্ন না নিলে জীবন একমুহূর্তেই দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন? আমি একটি নীহারিকার কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৪ হাজার আলোকবর্ষ দূর দিয়ে চলছি। ঠিক মানে? মহাশূন্যযানে আর কত দিনের জ্বালানি আছে? আচ্ছা, এবার বুঝতে পারছি। এটা সোলার লাইট দিয়ে চলে। খাবার আছে কত দিনের কিংবা অক্সিজেন? এটা একটি সেলফ সাসটেইনেবল মহাশূন্যযান। এর যত্ন নিলে কখনোই খাবার বা অক্সিজেনের অভাব হবে না। তা—ই নাকি! কী অদ্ভুত! আচ্ছা! আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে, এখন বলেন, পৃথিবীবাসীর জন্য আপনার বিশেষ কোনো বার্তা আছে কি? জীবন সুন্দর! আর কিছু?

সুন্দর জীবনের জন্য সবকিছুরই যত্ন নিতে হয়! কিন্তু পৃথিবী তো কোনো মহাশূন্যযান নয়, এর তো অফুরন্ত জায়গা? পৃথিবীর জায়গা অফুরন্ত নয়, মহাবিশ্বের ব্যাপকতার তুলনায় এটি খুবই ক্ষুদ্র একটি মহাশূন্য যান, এখানে প্রতিটি বিষয়েরই সমান যত্ন দরকার। তা—ই! আপনার কথা বেশ অদ্ভুত লাগছে। পৃথিবী হচ্ছে আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর আর বড় মহাশূন্যযান, প্রাণ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছে ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে অনেক অনেক দূরে দিয়ে, পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে আছে সূর্য, হাতের কাছে আছে এক মায়াবী চাঁদ আর আছে আকাশভর্তি অসংখ্য তারা আর সবকিছুই পড়ে আছে এক মায়ার সাগরে। বাহ, খুব সুন্দর বলেছেন, তার মানে আমি নিজেও একজন মহাশূন্যচারী, তা—ই না! অবশ্যই, ঠিক আমি যে রকম একজন মহাশূন্যচারী, সে রকম আপনিও একজন মহাশূন্যচারী! উপস্থাপক নিজেও একজন মহাশূন্যচারী, এটা ভাবতেই তার ভালো লাগছে। এর পরেই তিনি চলে যান বর্তমানের খুব আলোচিত একটি বিষয়ে, পৃথিবীর খুব কাছেই বাসযোগ্য একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। আপনি কি জানেন, আমাদের খুব কাছেই বাসযোগ্য একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে? হ্যাঁ পড়েছি, আমাদের গ্যালাক্সিতেই মাত্র ৩১ আলোকবর্ষ দূরে আর গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ছয়গুণ ভারী। ওখানে কি প্রাণ থাকতে পারে? থাকতে পারে, হয়তো আমরা যেভাবে প্রাণকে ভাবি, ঠিক ওভাবে হয়তো নয়, ভিন্ন রকমের প্রাণ থাকতে পারে। কোনো দিন যদি পৃথিবী থেকে আমরা সেই গ্রহে যেতে চাই, তাহলে আমাদের কী ধরনের মহাশূন্যযান বানাতে হবে বলে আপনি মনে করেন? ঠিক আমাদের মতোই একটি মহাশূন্যযান লাগবে। মানে আমাদের এই পৃথিবীর মতো? হ্যাঁ, কারণ সেই গ্রহে যেতে হলে আলোর লাগবে ৩১ বছর, আমরা যদি একটি মহাশূন্যযান বানাতে পারি, যা সেকেন্ডে তিন হাজার কিলোমিটার ছুটতে পারে, তাহলে এ রকম একটি মহাশূন্যযানে চড়ে সেই গ্রহে যেতে আমাদের সময় লাগবে ৩ হাজার ১০০ বছর। এত সময়? আমাদের জন্য অনেক সময় হলেও মহাকালের তুলনায় এটা কোনো সময়ই না। সে জন্য আমাদের দরকার এই পৃথিবীর মতোই একটি সেলফ সাসটেইনেবল মহাশূন্যযান।

এটা কীভাবে সম্ভব? মানুষরূপে যেতে চাইলে এর কোনো বিকল্প নেই। সে জন্য আমাদের এখন থেকেই একটি গবেষণা চলতে পারে, কত অল্পে একটি সেলফ সাসটেইনেবল মহাশূন্যযান বানানো যায়, যেন প্রাণ টিকতে পারে লাখ লাখ বছর। অন্য কোনোভাবে কী ভাবতে পারেন? তা—ও হতে পারে, বিজ্ঞান তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে, শুধু স্টেম সেল কোনোভাবে ফ্রিজ করে পাঠানো যেতে পারে, যা টিকে থাকতে পারবে হাজার হাজার বছর। বাহ, বাসযোগ্যতা হারিয়ে গেলে পৃথিবী ছেড়ে আমরা চলে যেতে পারব অন্য কোনো গ্রহে, ভাবতেই ভালো লাগছে!

এটা কোনো ভালো ভাবনা নয়, পৃথিবীর প্রতি আমাদের খুবই যত্নশীল হতে হবে, কারণ, মহাবিশ্বে প্রাণ ধারণ করতে পারেএ রকম খুব বেশি গ্রহ না—ও থাকতে পারে, অন্যরাও যেন আমাদের পৃথিবীতে এসে থাকতে পারে, তারও ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন।

এর একটু পরেই ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রেশটা থেকে গেল উপস্থাপকের মাথায়, আজ থেকে তিনিও একজন মহাশূন্যচারী, প্রচণ্ড বেগে অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে চলছেন জন্মের পর থেকে! তার মহাশূন্যযানও সোলার লাইটে চলে এবং সেলফ সাসটেইনেবল, যত্ন নিলে অক্সিজেন আর খাবারের অভাব কখনোই হবে না। চাইলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে প্রাণ অন্য কোনো গ্রহে যেতে পারবে এবং অন্য গ্রহ থেকে প্রাণ এই পৃথিবীতে আসতে পারবে। দুটোর জন্যই এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়াটা খুবই জরুরি!

বাংলার সোনালী ঐতিহ্য

বিশেষ প্রতিবেদন।। রহস্যে আবৃত পৃথিবী নামক গ্রহের একটি প্রান্তে ছোট্ট স্বাধীন ভূমি হিসেবে পরিচয় লাভ করে সোনালী দেশে পরিণত হওয়া এই বাংলাদেশ । কতই না ছিল সুন্দর অবয়বে সুসজ্জিত তার দেহ আর নানা রকম ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ । আসলে কেমন ছিল এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ !

উঁচুনিচু পাহাড়, শীতল থাকা নদ-নদি, গর্জন করা সমুদ্র সৈকত আর কিচিরমিচির শব্দে গান করা কত মনোমুগ্ধকর পাখির সুরেলা কণ্ঠ । চোখ জুড়ানো বিস্তীর্ণ ভূমি, ঢেউ খেলা ফসলের মাঠ মাধুর্যতায় ভরা এবং কোমরে চাদর মোড়ানো ক্ষেতের যত্ন নেওয়া কৃষকের একাগ্রতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব । কি অপরূপ তার বৈশিষ্ট্য ! ভোর বেলায় মোরগের ডাক, ভেসে আসা আযানের ধ্বনি মুওয়াজ্জিনের মায়া কণ্ঠে, পাখিদের গুঞ্জনধ্বনি, বয়ে চলা স্নিগ্ধ বাতাস, গাছগাছালি আর সবুজ ফসলের মাঠ । এই সবকিছু যেন মাতোয়ারা করে দেয় । হারিয়ে ফেলে যেন এক প্রশান্তিময় রাজ্যে । সকাল সকাল মাঠের দিকে ছুটে চলা সংগ্রামী কৃষক, মক্তব পানে গ্রামের কিশোর বুকে কুরআন জড়িয়ে, নাস্তা তৈরিতে মায়েদের হাত চলা বিরামহীন । কেউ ছুটে পুকুর দ্বারে আবার কেউ যায় নলকূপে পবিত্রতার খোঁজে । হাঁসগুলো দল বেধে সাঁতার কাটে, নদীর স্রোত চলে একে-বেকে এবং পাশের রাস্তায় চালিয়ে যায় গ্রামের রফিক ভাই রিক্সা নিয়ে । এক অনন্যরূপে সজ্জিত দেশের প্রতিটি গ্রাম । ভুলা কি যায় এমন মনোরম পরিবেশের দেশকে? এমন একটা দেশ যার ছিল গৌরবময় ঐতিহ্য । কেউ কি ভেবেছিল মনোরম বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ এই দেশ একদিন তার সবকিছু হারিয়ে শুধু ঐতিহ্য হয়ে থাকবে? আজ দেখো চারিদিকে এমনটা পরিবেশ বিরাজ করছে কিনা । দেখো আবর্জনার পোশাক পরিধান করেছে দেশ তার সোনালী বস্ত্র ছেড়ে । দেশটি আজ দূষিত শ্বাস ত্যাগ করছে প্রতিনিয়ত। দেশটির দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে স্থাপিত ব্রীকফিল্ড আর কলকাখানা যার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতিকর রসায়নিক ও ধোঁয়া । দেখো হাসপাতালে রোগীর সমাহার, বেড়ে চলছে বৃদ্ধাশ্রম, খবরের কাগজে দেখো গণ মৃত্যুর সংবাদ আর চলছে প্রতিমুহূর্ত সড়ক দুর্ঘটনা । পাহাড় কেটে বাড়িয়ে দিচ্ছে ভূমিকম্পের মাত্রা, কমছে জমির উর্বরতা, খাদ্যের ঘাটতিতে বেড়ে চলছে জিনিসপত্রের দাম এবং চলছে আধুনিকতার নামে চারিদিকে অশ্লীলতার স্লোগান ।

দূষিত ধোঁয়া ছড়ানো ট্রাকটরের পরিবর্তে থাকত কৃষকের হাতে লাঙ্গল, শিশুদের হাতে স্মার্ট ফোনের পরিবর্তে থাকত বিদ্যা অর্জনের বই । এমনকি দেখো পরিবারে মায়ের জাত সদস্যরা পড়ে আছে অশ্লীল হিন্দি সিরিয়ালে যারা পূর্বে থাকত মেতে পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ গল্পে । বিস্তীর্ণ ভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাবে একদিকে করছে পাহাড় আর অন্যদিকে মৃত্যুর কূপ। এছাড়াও পশুচারণের মাঠ আজ নেই বললেই চলে । ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্যে আবৃত ছিল বাংলার রূপ যার সবটাই হারানোর পথে বর্তমান। বিভিন্ন ঋতুর ফলফলাদি ছিল ভেজাল মুক্ত ও মিষ্টি রসে পরিপূর্ণ। আজ কেবল তা অতীত হয়ে আছে। এই সব ঐতিহ্যময় জিনিসগুলো শুধু যাদুঘরেই বন্ধি হয়ে আছে কৃত্রিম উপায়ে । তুমি কি মনে করো, স্বীয় দেশটা কি তার সোনালী রূপ আবার ফিরে পাবে?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আস্তাবল ময়দানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে জনতার উচ্ছাস।

গ্রেটার নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু, গুরুতর জখম ২

নয়ডা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার ভোরে নয়ডার নলেজ পার্কের কাছে গ্রেটার নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে দুটি বাস একে অপরের সাথে সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে ২ জনের অবস্থা গুরুতর বলেও জানা গিয়েছে।
গ্রেটার নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে, 'নয়েডার নলেজ পার্ক থানার অধীনে গ্রেটার নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে দুটি বাসের সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে।' আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায়।

মোটরবাইক-ডাম্পারের সংঘর্ষে হত তিন, আহত আরও তিনজন

ছিন্দওয়ারা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলা সদরের কাছে চন্দনগাঁওতে একটি দ্রুতগামী ডাম্পার একটি মোটরবাইকে থাকা দুই জনকে এবং একজন পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ার পরে একটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানা এলাকার চন্দনগাঁওয়ের কাছে বালু ভর্তি একটি ডাম্পার ডিভাইডার ভেঙ্গে অন্য দিকে যাওয়া মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তি ও এক পথচারীকে পিষে কিছুদূর গিয়ে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন ও একজন পথচারী ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং একটি গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হয়, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম সঞ্জয় (৩৫), রামলাখান (৩২) এবং অর্জুন (১৮)। পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।

একদিনের বিশ্রামের পর রবিবার কালাখো থেকে ফের শুরু ভারত জোড় যাত্রা

দৌসা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): এক দিনের বিশ্রামের পরে, রাজস্থানের দৌসা জেলার সিকরাই এলাকার কালাখো গ্রাম থেকে শুরু হয়েছে। আজ সকাল ৮টায় শুরু হয়েছে।
রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রা তার ১৪ তম দিনে শনিবার বিশ্রামের পরে রবিবার যাত্রা আবার শুরু হয়। আজ যাত্রা শুরুর সময় সংশোধন করা হয়েছিল এবং এটি সকাল ৬টার পরিবর্তে সকাল ৭.৩০ টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল তবে এটি সকাল ৮ টায় শুরু হয়েছিল।
যাত্রা শুরুর আগেই কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা ভিড় জমায় এবং যাত্রার প্রতি মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসারা, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট, কংগ্রেস নেতা কেসি ভেনুগোপাল, জয়রাম রমেশ, সরকারের ডেপুটি চিফ হুইপ মহেন্দ্র চৌধুরী এবং অনেক বিধায়ক এবং আরও অনেক নেতা রাহুল গান্ধীকে যাত্রায় সমর্থন করেন।
যাত্রাটি আজ ২৩ কিলোমিটার অতিক্রম করবে এবং এই সময় রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের অর্জনের উপর দৌসার সিকান্দ্রায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এবং জনাব রাহুল গান্ধী বিকেলের বিরতির সময় এটি পরিদর্শন করবেন।
এরপর বিকেল সাড়ে ৩টায় সিকান্দ্রা টোলগেট থেকে সন্ধ্যার যাত্রা শুরু হয়ে বান্দিকুইয়ের মুকুরপুরা মোড়ে পৌঁছাবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। এর পরে বাধ নাগবাসে রাতের বিশ্রাম হবে।

আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র চুপ করে থাকার জন্য নয়: ভারতকে হুমকি পাকিস্তানের নেত্রীর

ইসলামাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'আপত্তিকর মন্তব্যের' জন্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো-জারদারির নিন্দা করার একদিন পর পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেত্রী শাজিয়া মারি নয়াদিল্লিকে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ভারতের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। আমাদের পারমাণবিক অবস্থানের অর্থ নীরব থাকা নয়। প্রয়োজনে আমরা পিছিয়ে যাব না।' তিনি বিলাওয়াল ভুট্টোর সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেন।
প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'গুজরাটের কসাই' বলে আক্রমণ করেছিলেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জরদারি। এহেন কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। এই সমলোচনার একদিনের মাথায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেত্রী পালটা পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বসলেন ভারতকে।
শাজিয়া ভারতকে হুমকি দিয়ে বলেন, মোদী সরকার যুদ্ধ করলে জবাব পাবেন। পাকিস্তানকে যে পারমাণবিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে তা চুপ থাকার জন্য দেওয়া হয়নি। জবাব দিতে জানে পাকিস্তানও। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ করতে থাকলে, পাকিস্তান চুপচাপ শুনবে না, এমনটা হবে না।'

বিহারে উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়ল বুধি গণ্ডক নদীর উপর নির্মিত সেতু

বেগুসরাই, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে বিহারের আরও একটি সেতু দুর্নীতির কবলে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী নাবার্ড প্রকল্পের অধীনে বেগুসরাই জেলার সাহেবপুর কামাল ব্লক এলাকায় কীর্তিটোল আহক ঘাট এবং বিষ্ণুপুর আহক পঞ্চায়েতের মধ্যে বুধি গন্ডক নদীর উপর নবনির্মিত উচ্চ-স্তরের আরসিসি সেতুটি উদ্বোধনের আগে ভেঙে পড়ল।
রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন মর্নিং ওয়াক করতে যাওয়ার সময় নদীতে ব্রিজটি ভেঙ্গে পড়তে দেখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমেছে। স্থানীয় লোকজন সেতু নির্মাণে ব্যাপক লুটপাটের অভিযোগ তুলে নির্মাণ সংস্থা ও পল্লী পূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
রাতে দুর্ঘটনায় কোনো জীবনহানি না হলেও নির্মাণের তিন বছরের মধ্যে সেতুটি ভেঙে পড়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। দুই দিন আগে পাওয়া দুই থেকে তিন নম্বরের মধ্যে ফাটল ও ধসে পড়া দেখে গ্রামবাসীরা বিষয়টি উর্ধতন কর্মকর্তাদের জানান। এর পরে বালিয়ার এসডিও রোহিত কুমার, ডিএসপি কুমার বীর ধীরেন্দ্র এবং অন্যান্য আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং সেতুতে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেন।

ছিন্দওয়ারা সড়ক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার গভীর রাতে ছিন্দওয়ারায় একটি অনিয়ন্ত্রিত ডাম্পারের ধাক্কায় তিনজনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলা সদরের কাছে চন্দনগাঁওতে একটি দ্রুতগামী ডাম্পার একটি মোটরবাইকে থাকা দুই জনকে এবং একজন পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ার পরে একটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন।
রবিবার চৌহান টুইটের মাধ্যমে বলেন, ছিন্দওয়ারায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই গভীর শোক সহ্য করার শক্তি দান করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা করছি।
মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, এই শোকের মুহূর্তে পরিবারকে একা ভাবা উচিত নয়, আমরা সবাই শোকাহত পরিবারের পাশে আছি।

মোটরবাইক-ডাম্পারের সংঘর্ষে হত তিন, আহত আরও তিনজন

ছিন্দওয়ারা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলা সদরের কাছে চন্দনগাঁওতে একটি দ্রুতগামী ডাম্পার একটি মোটরবাইকে থাকা দুই জনকে এবং একজন পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ার পরে একটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানা এলাকার চন্দনগাঁওয়ের কাছে বালু ভর্তি একটি ডাম্পার ডিভাইডার ভেঙ্গে অন্য দিকে যাওয়া মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তি ও এক পথচারীকে পিষে কিছুদূর গিয়ে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন ও একজন পথচারী ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং একটি গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হয়, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম সঞ্জয় (৩৫), রামলাখান (৩২) এবং অর্জুন (১৮)। পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতায় শীতের প্রভাব অব্যাহত, ঠান্ডায় কাঁপছে জেলাগুলি

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পৌষের শুরু থেকে বেশ ভালোই শীত অনুভূত হচ্ছে রাজ্যে। শনিবারের তুলনায় রবিবার তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বেড়েছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে।
ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে বেশ ভালোই শীত অনুভূত হচ্ছে রাজ্যে। শনিবার কলকাতায় ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। তাপমাত্রার পারদ নেমে গিয়েছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে রবিবার তাপমাত্রা গতকালের তুলনায় কিছুটা হলেও বেড়েছে। আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.৭ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ছুটির দিনে জাঁকিয়ে শীতের আমেজে বেজায় খুশি শীতপ্রেমীরা। আর আগামী কয়েকদিন আরও পারদ পতন হবে বলেও হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে।
কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও নেমে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদ। একাধিক জেলায় ১০ ডিগ্রির আশপাশে রয়েছে তাপমাত্রা। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত শীতের এই প্রভাব চলবে বলে জানানো হয়েছে।

ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবে বিধ্বংসী আগুন, চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে ভবানীপুরের সুইমিং ক্লাবে আচমকা আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১০টা নাগাদ ভবানীপুরের সুইমিং ক্লাবে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
প্রাথমিকভাবে দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু, এই আগুন বাড়তেই থাকে। এরপরে আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং আগুন নেভানোর কাজে লাগে। কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে এই আগুন। উপরের টিনের ছাউনিও খুলে ফেলা হয় যাতে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এই টেকনিকে কাজ হয় এবং অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। কিন্তু, ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় সাতমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জের মালেগড়ে মালেগড়কে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমি লাতুর ঐতিহাসিক মালেগড় টিলায় বীর শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে আজ রবিবার সকালে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রেকার্স, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে পালন করা হয় ১৬৫-তম শহিদ তর্পণ অনুষ্ঠান। এদিন সকাল ১০টায় ২৬ জন বীর শহিদের স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের দুই তথ্য আয়ুক্ত কনকচাঁদ শর্মা এবং ড. সমুদ্রগুপ্ত কাশ্যপ, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড নরেন্দ্রর রুরিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক রিন্টু বড়ো, সার্কল অফিসার অন্তরা সেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় পাটকাই ট্রেকার্স, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জ, অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক কর্মচারী সংস্থা, ইতিহাস সংস্কলন সমিতি অসম সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে।
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬ নম্বর বাহিনীর পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড নরেন্দ্রর রুরিয়া বলেন, ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অবিহিত সিপাহি বিদ্রোহের সময় ওই সালের ১৮ ডিসেম্বর মেজর বিঙের সৈনাপত্যে ব্রিটিশের সিলেট লাইট ইনফেনট্রি-র দুর্ধর্ষ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাতুর ঐতিহাসিক মালেগড় টিলায় বেশ কয়েকজন স্বাধীনতাকামী ভারতীয় সৈনিক শহিদ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকের দিনে এই শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত মালেগড় টিলা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর কর্মক্ষেত্রের এলাকায় এবং বীর শহিদ পুণ্যভূমিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর অংশগ্রহণ সত্যিই গর্বের বিষয়, বলেন বিএসএফ-এর অধিকারিক।
অনুষ্ঠানে সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য তথ্য আয়ুক্ত ড. সমুদ্রগুপ্ত কাশ্যপ। মালেগড় যুদ্ধ যে সিপাহি বিদ্রোহ নয়, মালেগড় যুদ্ধ ছিল দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সে কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে উৎখাত করতে দেশের সিপাহিরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যার জন্য আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।
রাজ্যের আরেক তথ্য আয়ুক্ত কনকচাঁদ শর্মা, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির অসম রাজ্যে সমিতির সম্পাদক ড. নীলাঞ্জন দে, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ড. সব্যসাচী রায়, পাটকাই ট্রেকার্সের অরূপ রায়, সৈয়দ মুজিব আহমেদ, সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেছেন।
উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর বাহিনীর এডজুটেন্ট দেবেন্দ্রর সিং, ডেপুটি কমান্ডেন্ট সলিল কুমার, সুতারকান্দি বিওপি কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনিল বেনিওয়াল, তেশুয়া বিওপি কোম্পানি কমান্ডার এসি রাকেশ কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক রিন্টু বড়ো, ডিএসপি সিদ্ধেশ্বর সনোয়াল, করিমগঞ্জের সদর সার্কল অফিসার অন্তরা সেন, করিমগঞ্জ জেলা নির্বাচন আধিকারিক মংভে ইংহি, বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিক তন্নী দেবী, করিমগঞ্জ পুরসভার সহ-সভাপতি সুখেন্দু দাস প্রমুখ।
সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত স্মারকস্থলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে পাটকাই ট্রেকার্সের পক্ষ থেকে।

শিলঙে শুরু উত্তর-পূর্ব পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান

শিলং, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলঙে শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব পরিষদ (নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল বা এনইসি)-এর সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এনইসি-র স্থাপনা এবং এর কার্যকারিতা এবং পরিষদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু ঘোষণা করছেন।
এনইসি-র সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপূর্বীয় সব রাজ্যের রাজ্যপাল, সব মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কেন্দ্রীয় ও ওই সব রাজ্যের বহু শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিক্ষার্থী সহ স্থানীয় বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

কাছাড়ের ধলাইয়ে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত প্রায় ৩১ কোটি টাকার ৬.২০ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট, ধৃত তিন

ধলাই (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেশা সামগ্রী ড্রাগস, ইয়াবা ট্যাবলেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের বড়সড় সাফল্য পেয়েছে কাছাড় পুলিশ। নেশাসামগ্রীর বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশের লাগাতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে আজ রবিবার ভোরে ধলাই পুলিশের নাকা চেকিঙে সন্দেহের বশে একটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ৬২ প্যাকেটে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ৩১ কোটি টাকা মূল্যের ৬ লক্ষ ২০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। একইসঙ্গে মাদক পাচারে বহিঃরাজ্যের তিন পাণ্ডাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।
উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার একটি খালি লরির বডি কেটে প্রচুর পরিমাণের বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছিল ধলাই পুলিশ। পাচারচক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার সফল অভিযানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডেলে কাছাড় পুলিশের ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন।

"শ্রদ্ধা হত্যা কাণ্ড"-এর ছায়া এবার ঝাড়খণ্ডে, ১২ টুকরো মহিলার দেহ, স্বামী হেফাজতে

সাহেবগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে "শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা কাণ্ড"-এর ভয়ঙ্কর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলায় এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজ্য। সাহেবগঞ্জের বোরিওতে রবিকা পাহাড়িনকে (২২) কাটার দিয়ে ১২ টুকরো করা হয়েছে। তিনি গোন্ডা পাহাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর স্বামী দিলদার আনসারির সঙ্গে বেলতলায় থাকতেন তিনি। পুলিশ তার স্বামীকে হেফাজতে নিয়েছে।
শনিবার গভীর রাতে বরিও থানা এলাকার সাঁথালী মমিন টোলায় একটি পুরানো তালাবদ্ধ বাড়ির বাইরে থেকে রবিকা পাহাড়দিনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রাবিকার বিচ্ছিন্ন অঙ্গ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুকুরগুলো। রবিবার সকালে সাহেবগঞ্জের পুলিশ সুপার অনুরঞ্জন কিসপোত্তা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দিলদার আনসারি রুবিকাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন রুবিকা। শনিবার সন্ধ্যায় রুবিকার পরিবারের সদস্যরা বরিও থানায় তার নিখোঁজের খবর দেন। শনিবার রাতে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। মহিলাকে হত্যার পর তার দেহ বৈদ্যুতিক কাটারের মতো ধারালো যন্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে চলছে তল্লাশি অভিযান। এতে চিকিৎসকদের দলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াডও রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আঙুল, একটি কাঁধ, একটি নিতম্ব, এক হাত, পিঠের নিচের অংশ, ফুসফুসের অংশ ও পেট পাওয়া গেছে।

নদিয়ার তৃণমূল নেতা খুনে দমদম থেকে ধৃত আরও ২

বহরমপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): নদিয়ার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় কলকাতার দমদম থেকে আরও দুজনকে গ্রেফতারের করল মুর্শিদাবাদ পুলিশ। রাজকুমার কবিরাজ এবং পিংকু মণ্ডল নামে ওই দুই অভিযুক্তকে দমদম থেকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাদের আদালতে তোলা হবে। গত ২৪ নভেম্বর নওদা থানার টিয়াকাটা ফেরিঘাট এলাকার শিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় পাড়ায় বাড়ি ফেরার পথে খুন হন তৃণমূল নেতা মতিরুল ইসলাম। তিনি নদিয়ার করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের নেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নারায়নপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান। আমতলা মিশনে থাকে দম্পতির ছেলে। তাঁকে দেখতে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন মতিরুল। সন্ধে সেখান থেকে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ওই তৃণমূল নেতা।
২৫ নভেম্বর মতিরুলের স্ত্রী রিনা বিশ্বাস নওদা থানায় ১০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে নওদা থানার পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতারর করে। ধৃতদের নাম যথাক্রমে, ইস্রাফিল মণ্ডল, এলেম বক্স, কিতাব মণ্ডল, আসান শেখ, জাকির শেখ, রবিউল শেখ এবং মনিরুল শেখ। এবার আরও দু'জনকে দমদম এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।
এ পর্যন্ত ওই খুনের ঘটনায় দু'টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, একটি মোটরবাইক এবং নিহত মতিরুলের সোনার আংটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে প্লাসটিক জারের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চারটি বোমাও উদ্ধার করে পুলিশ। এই বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল বলেন, "নদিয়ার তৃণমূল নেতা মতিরুল ইসলাম খুনের অভিযোগে এপর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হল। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার দু'জন এবং নদিয়ার সাতজন রয়েছে।" এদিকে রাজকুমার কবিরাজ এবং পিংকু মণ্ডলের নাম অভিযোগের তালিকায় ছিল। তাদের বাড়ি নদিয়ায়।

আবাস তালিকা থেকে নিজের নাম কেটে বাদ দিয়ে নজির গড়লেন প্রধান

বাসন্তী, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সরকারি আবাস যোজনার তালিকায় নাম থাকায় নিজেই সেই নাম কেটে বাদ দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। বাসন্তী ব্লকের অন্তর্গত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি বৈরাগী সর্দার তালিকা থেকে তাঁর সেই নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিডিওর কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই গ্রামসভায় রেজুলেশান করে তা বিডিওকে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান। প্রধানের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।
সরকারি আবাস যোজনার নামের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৮ সালে গৃহহীনদের নিয়ে এই সার্ভে হয়। প্রাথমিক ভাবে সার্ভে করে সরকারি কর্মীরা যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেন। সেই সার্ভে অনুযায়ী সম্প্রতি তালিকা প্রকাশ হয়েছে। তবে তালিকায় বহু এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব এমনকি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবীদের নাম রয়েছে। এ নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক তোলপাড়ও শুরু হয়েছে। বহু জায়গাতেই তালিকায় নাম থাকলেও যাদের পাকা বাড়ি তালিকা থেকে সেই নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তালিকায় নাম দেখেই নিজের উদ্যোগে তাঁর নাম সেই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। প্রধানের এই সিধান্তে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এবার ক্রিসমাসে স্পেশাল ডেসার্ট বানান বাড়িতেই

আর এক সপ্তাহ পরেই শীতের সেরা উৎসব। শীতকাল মানেই ক্রিসমাস, ধোঁয়া ওঠা কফি আর ফ্রুট কেকের অসাধারণ ঘ্রাণ। ক্রিসমাস ট্রি, কেকস, ওয়াইন দিয়েই মেতে ওঠা যায় ক্রিসমাসে। আর বাঙালির ঘরে ক্রিসমাসের অর্থই হল প্রচুর পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে তৈরি সুস্বাদু কেক। তবে এবার আর বাজার থেকে টাকা খসিয়ে ক্রিসমাসের অনন্য ড্রাই ফ্রুট কেক কিনতে হবে না।

বর্তমানে অনেকেই বাড়িতে কেক বেক করতে পছন্দ করেন। নানা রকম ডিজাইনে ও ক্রিমি কেক বানান। এবার ক্রিসমাস স্পেশাল কেক বানান বাড়িতেই। কোনও কঠিন কাজ নয়। মাইক্রোওয়েভে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জিভে জল আনা ফ্রুট কেকের রেসিপি বানিয়ে নিতে পারবেন। কীভাবে বানাবেন, কী কী উপকরণ লাগবে. সবই এখানে জেনে নিন। উপকরণ:- আমুল বাটার- ৮৫ গ্রাম, ময়দা- ১৩০গ্রাম,বেকিং ,পাউডার — হাফ চা চামচ, মিষ্টি সোডা- ১/৪ চা চামচ, সুইট মেইড - ১৬০ গ্রাম ক্যারামেল সিরাপের জন্য কী কী লাগবে চিনি- ২০০গ্রাম, জল- ৬০০মিলি কিসমিস- ১০০ গ্রাম, কাজুবাদাম- ১০০ গ্রাম, রেড টুটিফ্রুটি চেরি- ১০০ গ্রাম গ্রিন টুটি ফ্রুটি চেরি- ১০০ গ্রাম কীভাবে বানাবেন কারামেইল সিরাপ ক্রিসমাস স্পেশাল কেক বানাতে প্রথমেই তৈরি করতে হবে ক্যারামেল সিরাপ। প্রথমে মাঝারি আঁচে একটি নন-স্টিক প্যানের মধ্যে চিনি নিন। চিনি গলে বাদামি রঙের হয়ে গেলে ধীরে ধীরে জল দিন। এবার জল ও চিনি একসঙ্গে মিশে গেলে তাতে কিসমিস , কাজুবাদাম, লাল ও সবুজ রঙের চেরির টুকরোগুলি দিয়ে দিন। অল্প নেড়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে রান্না করে নিন। হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। সবকিছু মিশে গেলে ক্যারামেল ফ্লেভারের গন্ধ বের হবে। বুদবেন আপনার সিরাপ একদম পারফেক্ট তৈরি হয়েছে।

পদ্ধতি এবার ক্রিসমাস স্পেশাল ড্রাই ফ্রুট ক্রিসমাস কেক তৈরি করতে প্রথমেই বাটার ও মিল্কমেড মিশিয়ে রাকুন। ৫ থেকে ১০ মিনিট ধরে এই উপকরণ দুটি মিশিয়ে নিন। এবার তাতে বেকিং পাউডার, মিষ্টি সোডা ও ময়দা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন, ভালো করে। সব উপকরণ মেশানো হয়ে গেলেতাতে ক্যারামেল সিরাপ ঢেলে দিন। আরও একবার ভাল করে মিশিয়ে নিন।

এবার একটি কেক মোল্ড নিয়ে তাতে বাটার বা তেল দিয়ে গ্রিস করে নিন। তার উপর একটি বাটার পেপার দিন। যাতে মোল্ডের সঙ্গে কেক বেক হলে যাতে লেগে না যায় ও তলার অংশ বেশি পুড়ে না যায়, তার জন্য বাটার পেপার দিলে ভাল হয়। এরপর কেকের ব্যাটারটি মোল্ডের মধ্যে দিয়ে সমান করে নিন উপরের অংশটি। মাইক্রোওয়েভে বেক করতে তাইলে ১৬০ ডিগ্রিতে ২৫ মিনিট ধরে বের করুন। সঠিকভাবে কেক বেক হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য একটি পরিষ্কার স্টিলের সরু রড বা টুথপিক গেঁথে নিয়ে তুলে নিন। যদি রড বা টুথপিক পরিষ্কার আসে , তাহলে বুঝবেন কেক ভালভাবে বেক হয়েছে। আর যদি গায়ে কেকের ব্যাটার লেগে থাকে, তাহলে আরও কিছু সময় আপনাকে বেক করতে হবে।

কেক বেক হয়ে গেলে আভেন থেকে বের করে নিতে হবে। ১০ মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন। এবার মোল্ডের চারিধারে ছুড়ি দিয়ে কেটে গোটা কেকটি বের করে নিন। একটি সুন্দর পাত্রের মধ্যে রেখে তাতে তাতে চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। চেরিও যোগ করতে পারেন। ঠান্ডা হলে কেক কেটে গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন। এছাড়া এমন সুস্বাদু ও অসাধারণ স্বাদের কেক ফ্রিজে রেখে একমাস ধরে স্বাগ গ্রহণ করতে পারবেন।

একজিমা এক ধরনের চর্মরোগ, কীভাবে এই সমস্যা দূর করবেন?

একজিমা এক ধরনের চর্মরোগ। ত্বকের বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে একজিমা খুবই জটিল এক অসুখ। একবার হলে সহজে সারে না কঠিন এই চর্মরোগ। একজিমায় আক্রান্ত মানুষের ত্বকে চুলকানি, জ্বালা, শুষ্ক হয়ে যাওয়া, এমনকি র‍্যাশের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

একজিমা হওয়ার আসলে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। সব বয়সের মানুষের ত্বকেই একজিমা হতে পারে। তাই সবাইকে সতর্ক হতে হবে। আবার একজিমার সমস্যা যে কোনো সময়ই দেখা দিতে পারে। তবে দেখা গেছে, বর্ষাকালে এই একজিমা আরও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি ঘরোয়া উপায় মানলে অবশ্য পেতে পারেন স্বস্তি। জেনে নিন করণীয়- একজিমা কীভাবে ছড়ায়? বেশিরভাগ মানুষই এটোপিক একজিমাতে আক্রান্ত হন। বেশ কিছু ওষুধ ও টিকা একজিমার কারণ হতে পারে। আসলে এ ধরনের মানুষের ত্বক খুব বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়। এমনকি দেখা গেছে কিছু লোশন ও ক্রিম ব্যবহারের পরও মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। একজিমার সঙ্গে মানসিক চাপেরও একটি ভূমিকা আছে। এছাড়া ধূমপান ও মদ্যপানের কারণেও একজিমার প্রকোপ বাড়তে পারে। কীভাবে সমস্যা দূর করবেন? সব সময় নিজের ত্বক পরিষ্কার রাখুন। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে এসে সরাসরি স্নান করে নিন। ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য ভালো সাবান ব্যবহার করুন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে স্নান করুন দ্রুত। হাত-মুখ না ধুয়ে তা চোখে-মুখে লাগাবেন না। একজিমায় যারা ভুগছেন তারা হারখা গরম জলে স্নান করুন। নিমের তেল ও নারকেল তেল সমমাত্রায় মিশিয়ে সপ্তাহে অনন্ত তিনবার ত্বকে ব্যবহার করে স্নান করুন। এই নিয়ম মানলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পারবেন। এমনকি একজিমা থেকে মিলবে স্বস্তি।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর কার্যকরী ২টি উপায়

উজ্জ্বল ত্বক সবারই কাম্য। তবে রোদে পুড়ে প্রতিনিয়ত আমরা ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাচ্ছি। অনেকেই ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা ত্বকের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

তবে ঘরোয়া উপায় এই ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। আর এতে ত্বকের কোনো ক্ষতিও হওয়ার ভয় নেই। তাই জেনে নিন এমন দুটি উপায় সম্পর্কে, যা নিমিষেই আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। আর আপনি পেয়ে যাবেন প্রাণবন্ত ও ফর্সা ত্বক, ঠিক যেমনটি আপনি চান। ডিম এবং টকদই একটি পাত্রে ডিম এবং টকদই একসঙ্গে ভালো করে ফেটে নিন। এর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু এবং লেবুর রস মেশাতে পারেন। এই প্যাকটি মুখ এবং ঘাড়ে ভালো করে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে বেশ কার্যকর।

ডিমের কুসুম, মধু এবং বাদাম তেল

একটি ডিমের কুসুম, এক চা চামচ মধু এবং এক চা চামচ বাদাম তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এটি আঙ্গুল দিয়ে ত্বকে ম্যাসাজ করে লাগান। ১৫ মিনিট পর কুসুম গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

আপনার লিভারের সব রোগ কফি পানেই সারবে

পৃথিবীর জনপ্রিয় পানীয়ের তালিকায় কফির স্থান একদম উপরের দিকে। সদ্য প্রকাশিত এক গবেষণার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, কফি পানে লিভারের বিভিন্ন জটিলতার আশঙ্কা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

লিকুইড এনার্জি বা ব্রেইন জুস যে নামেই কফিকে ডাকা হোক না কেন, বহুকাল ধরে এটি মগভর্তি হয়ে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করছে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই চা এবং কফি বেশ প্রতিযোগিতা করেই মানুষের প্রিয় পানীয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। অনেকেই জানতে চান, তারা যে চা কিংবা কফি খাচ্ছেন; তা শরীরের জন্য আসলেই আশীর্বাদস্বরূপ না-কি হুমকিস্বরূপ! এতোকাল ধরে আমরা কফির জনপ্রিয়তায় জোয়ার-ভাটা দেখেছি! তবে সম্প্রতি এক গবেষণা অনুসারে, কফি লিভারের জন্য হতে পারে আশীর্বাদস্বরূপ।

এই সুসংবাদটি দিয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় করা এক গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের অভিজ্ঞ পরামর্শক থ্রায়েম আলেকজান্ডার।

তাছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের লিভার এসোসিয়েশনের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরাও এই গবেষণায় অবদান রেখেছেন। তারা কফি পানের সঙ্গে লিভারের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিককালের গবেষণার রিপোর্ট এবং এ বিষয়ক অন্যান্য ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

লিভারের রোগ যেভাবে বাড়ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজের কারণে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে বহু সংখ্যক মানুষ মারা যায়। শুধু আমেরিকাতেই প্রতিবছর লিভার সিরোসিসে (লিভারের জটিল অসুখ) আক্রান্ত হয়ে ৩১ হাজার মানুষ মারা যাযন। লিভারের জটিলতায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে পুরো বিশ্বজুড়েই। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল, ক্যালরি ও ফ্যাট গ্রহণের ফলেই মানুষের লিভারের জটিলতা বাড়ছে। এই সংক্রান্ত রোগের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই নিজের অজান্তে, নীরবেই দেহে লিভারের জটিলতা বয়ে বেড়ান।

যদিও লিভার মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। তা সত্ত্বেও হৃতিণ্ডের সমস্যায় আমরা যতটা উদ্বিগ্ন হই; লিভারের সমস্যায় ততটা উদ্বিগ্ন হন না অনেকেই। আগের সব গবেষণাকে পেছনে ফেলে স্বস্তিদায়ক খবর হচ্ছে, কফিই আপনাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে লিভারের নানা জটিলতা থেকে।

অধ্যাপক আলেকজান্ডার বলেন, ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে দিন দিন লিভারের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছি, কফি কীভাবে এই রোগের প্রতিরোধে আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকরী।

লিভারের সমস্যা প্রতিরোধে কফি গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যারা কফি পান করেন তাদের তুলনায় যারা কফি পান করেন না তাদের লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ কম থাকে। অতীতে ধারণা করা হতো, লিভারে আগে থেকেই এমন কোনো জটিলতা থাকে; যার কারণে পরবর্তীতে সেটা লিভার ক্যান্সারের দিকে মোড় নেয়।

তবে কফি পানকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের লিভারে হয়তো এমন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়, যার কারণেই ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাছাড়া কফি পানে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ২৫-৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের প্রধান নিবার্হী জুডি রাইস বলেন, লিভারের রোগ নীরব ঘাতকের মতো আমাদের দেহে বাস করে। খুব দেরি হওয়ার আগ পর্যন্ত এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দৈনন্দিন জীবনে খুব সহজেই হাতের কাছে পাওয়া এই কফি লিভারের জটিলতাকে কমিয়ে আনতে কিংবা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

খাবার দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন, শরীরের কি কি ক্ষতি হচ্ছে জেনেনিন

অনেকেই আছে যারা দাঁড়িয়ে খাবার খায়। তা হতে পারে সময়ের অভাবে কিংবা নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান না হওয়ার কারণে। তবে জানেন কি, এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর?

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে মানসিক চাপ বাড়ে ও হজম ব্যাহত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। খাবার খাওয়ার সময় অবশ্যই বসে স্থির হয়ে আস্তে আস্তে খেতে হবে।

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে খাবার সরাসরি পাকস্থলীতে চলে যায়। তাই খাবার সঠিকভাবে হজম হয় না। তাই পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। আর খাদ্যনালি, পাকস্থলীতে কোনো সমস্যা না থাকলেও অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে। আর খাবার ঠিক মতো হজম না হলে তার প্রভাব পরে আমাদের শরীরে। কারণ বদহজম নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। বদহজম হলে গ্যাস, পেট ফাঁপা, খাবার জমাট হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালা ও অবসাদ দেখা দেয়।

ব্রেকফাস্টে ভুলেও খাবেন না এই খাবারগুলি

সুস্থ থাকতে গেলে সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক চিকিতকও একথা বলে থাকেন। তবে শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার ক্ষেত্রে কোন সময় কী খাবার খাওয়া উচিত সেটা জানাও অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত ব্রেকফাস্টের দিকে একটু বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ এমন বেশ কিছু খাবার আমরা ব্রেকফাস্টে খাই, যেগুলি আমাদের শরীরের পক্ষে ভাল নয়। এর ফলে হজম বা অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, সকালের খাবারে আপনাকে ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিনের ভাণ্ডার রাখতে হবে। তবেই মানুষ সুস্থ থাকতে পারবেন। এবার কিছু খাবার রয়েছে যা ব্লাড প্রেশার বাড়ায়, সুগার বাড়ায়, এমনকী দুর্বলতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। তাই সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সকালের ব্রেকফাস্টে যে খাবারগুলি একদম নয়.

১) প্যাকেট করা জুস- অনেকেই এখন খেয়ে থাকেন প্যাকেটজাত জুস। বোতলবন্দি এই জুস কিন্তু শরীরের জন্য ভালো নয়। বিশেষত, সকালে আপনি এই জিনিস পান করলে খারাপ হতে পারে। এই পানীয়ে মেশানো থাকে আর্টিফিসিয়াল সুইটনার। সেক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের কারণ হতে পারে এই জুস। তাই এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। তবেই ভালো থাকতে পারবেন। নইলে সমস্যা বাড়বে কয়েকগুণ। এছাড়া আরও একটা বিষয় হল, এই পানীয়ে থাকা ক্যালোরি সমস্যা বাড়ায়। তাই সতর্ক হন।

২) লুচি, আলুরদম- এবার বাঙালি মাত্রই ভালোবাসেন ফুলকো লুচি। সেই লুচির সঙ্গে আলুর দম হলে তো কথাই নেই। সকালটা যেন জমে যায়। তবে এই খাবার কিন্তু সকালে খাওয়া যাবে না। আসলে সকাল কেন, সারাদিনের কোনও সময়ই খাওয়া উচিত নয়। সেক্ষেত্রে শরীরে প্রবেশ করে খারাপ কিছু ফ্যাট থেকে নানা ক্ষতিকারক পদার্থ। তাই লুচি ও আলুর দম থেকে আপনাকে দূরে যেতে হবে। তবেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। আপনি ভালো থাকবেন।

৩) সাম্বার বড়া- অনেকেই খেয়ে থাকেন সাম্বার বড়া। এই খাবারের যদিও আমাদের এখানে আগে প্রচলন ছিল না। তবে বর্তমানে এই সাম্বার বড়া অনেকেই সকালে খাচ্ছেন। এই খাবার সকালে খেলে শরীরের ১২টা বাজে। তাই সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করুন। আসলে এই খাবার ডিপ ফ্রাই করা হয়। এছাড়া এই খাবার তৈরি করা হয় ডাল থেকে। সেক্ষেত্রে সহজে হজম হয় না। এমনকী পেটে গ্যাস হতে পারে। এটা হল মূল সমস্যার বিষয়।

৪) কর্ন ফ্লেকস- আসলে কর্ন ফ্লেকসকে মানুষ খুবই উপকারী এক খাবার মনে করেন। যদিও এই খাবারে দ্রুত বাড়ে সুগার। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই বেশি। তাই আপনি অবশ্যই কর্নফ্লেকস এড়িয়ে যান। এছাড়া মাথায় রাখতে হবে যে এর মধ্যে রয়েছে নুন। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। তাই আপনি এই খাবার না খাওয়াই ভালো। এভাবেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এমনকী ছোটদেরও এই খাবার দেবেন না। ৫) সাদা পাউরুটি- সকালে পাউরুটি খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। এবার পাউরুটি খেলে অনেক ক্ষেত্রেই শরীরে গুরুতর জটিলতা তৈরি হয়। এমনকী জ্যাম লাগিয়ে খেলে তো আরও জটিলতা বাড়তে থাকে। তাই চিন্তার কোন কারণ নেই বললেই চলে। এবার আপনাকে এড়িয়ে যেতে হবে সাদা পাউরুটি। এভাবেই ভালো থাকতে পারবেন।

নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা কোন বয়স থেকে করা জরুরি

বর্তমানে ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। আন্তর্জাতিক ডায়াবিটিস ফেডারেশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে গোটা বিশ্বে ডায়াবিটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫৪ কোটি। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খারাপ হতে থাকে। ডায়াবেটিসের প্রভাবে চোখ থেকে শুরু বরে কিডনি, হার্ট, লিভার এমনকি পায়েও নানা রোগ বাসা বাঁধে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিচ্ছে এই রোগের ঝুঁকি। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা জরুরি। তবে কোন বয়স থেকে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা দরকার? অনেকেরই ধারণা আছে ৪০ বছরের উপরের মানুষের ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলেও প্রতি ৩ বছর অন্তর ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তবে আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন বলছে, তিন দশক আগেও শিশু ও তরুণ-তরুণীদের দেহে এই রোগ ছিল অত্যন্ত বিরল। তবে এই তিন দশকে তা পাল্টে গেছে। এখন শিশুদের মধ্যেও টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এখন আর ৪০ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। বয়স ২৫ পার হলেই নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সব বয়সীদের মধ্যেই ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার অন্যতম এক কারণ হলো স্থূলতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি, প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের প্রাথমিক কারণ এটি। পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস অল্প বয়সীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমেই লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। এর পাশাপাশি নিয়মিত ডায়াবেটিস মাপতেও ভুলবেন না।

রাজ্যে শান্তি কামনায় রবিবার এক যজ্ঞ'র আয়োজন করা হয়।

"শ্রদ্ধা হত্যা কাণ্ড"-এর ছায়া এবার ঝাড়খণ্ডে, ১২ টুকরো মহিলার দেহ, স্বামী হেফাজতে

সাহেবগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে "শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা কাণ্ড"-এর ভয়ঙ্কর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলায় এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজ্যে। সাহেবগঞ্জের বোরিওতে রবিকা পাহাড়িনকে (২২) কাটার দিয়ে ১২ টুকরো করা হয়েছে। তিনি গোন্ডা পাহাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর স্বামী দিলদার আনসারির সঙ্গে বেলতলায় থাকতেন তিনি। পুলিশ তার স্বামীকে হেফাজতে নিয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে বরিও থানা এলাকার সাঁথালী মমিন টোলায় একটি পুরানো তালাবদ্ধ বাড়ির বাইরে থেকে রবিকা পাহাড়দিনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রাবিকার বিচ্ছিন্ন অঙ্গ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুকুরগুলো। রবিবার সকালে সাহেবগঞ্জের পুলিশ সুপার অনুরঞ্জন কিসপোত্তা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দিলদার আনসারি রুবিকাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন রুবিকা। শনিবার সন্ধ্যায় রুবিকার পরিবারের সদস্যরা বরিও থানায় তার নিখোঁজের খবর দেন। শনিবার রাতে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। মহিলাকে হত্যার পর তার দেহ বৈদ্যুতিক কাটারের মতো ধারালো যন্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে চলছে তল্লাশি অভিযান। এতে চিকিৎসকদের দলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াডও রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আঙুল, একটি কাঁধ, একটি নিতম্ব, এক হাত, পিঠের নিচের অংশ, ফুসফুসের অংশ ও পেট পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লির ছাতারপুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকা আফতাব পুনাওয়ালা ঝগড়ার জেরে তার লিভ-ইন পার্টনার শ্রদ্ধা ওয়াকারকে নির্মমভাবে খুন করেন। তিনি শ্রদ্ধার দেহকে ৩৫ টুকরো করে ১৮ দিনের জন্য ফ্রিজে রেখেছিলেন। সে ধীরে ধীরে লাশের টুকরোগুলো জঙ্গলে ফেলতে থাকে।

শিক্ষা বাঁচাও পশ্চিমবঙ্গ বাচাঁও মহাসমাবেশের ডাক দিলো শিক্ষা- সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্ন দশার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষানুরাগী মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে হতে চলেছে শিক্ষা বাচাঁও পশ্চিম বঙ্গ বাঁচাও মহাসমাবেশ

আগামী ১০ জানুয়ারি কলকাতায় রানী রাসমনি অথবা মেয়ো রোডে হবে এই মহাসমাবেশ। তার আগে এই সমাবেশ ৬ ই জানুয়ারি শিলিগুড়িতে হবে। মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক অধ্যাপক সুদীপ্ত মুখার্জি বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন এই সমাবেশকে সামনে রেখে রাজ্যের শতাধিক নগরে পথসভা এবং সমস্ত জেলা কেন্দ্রে পদযাত্রা করা হচ্ছে।

এই অভিযানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মঞ্চের রাজ্য সমিতির সদস্য শিক্ষক বাপী প্রামাণিক বলেন দুর্নীতি, রাজনীতি, তোষণ, নিগ্রহ, বঞ্চনা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা যে রসাতলে গিয়েছে সেখান থেকে কিভাবে কর্মসংস্থানমুখী আধুনিক শিক্ষা গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে দুর্নীতি,রাজনীতি, তোষণ ও বঞ্চনা মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদিন উদ্যোক্তাদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অনুপম বেরা, অধ্যাপক সন্দীপ চ্যাটার্জী, সুস্মিতা মন্ডল, পারিজাত রাহা প্রমুখ।

সিবিআই কর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়: লালন মামলায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : আদালতের অনুমতি ছাড়া গরু এবং কয়লা পাচার মামলায় তদন্তকারী সিবিআইয়ের অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও 'কড়া পদক্ষেপ' করা যাবে না। বগটুইকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত এ-ও জানায়, দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট করতে হবে কল্যাণী এইমস থেকে। বুধবার আদালত জানাল, সিবিআই হেফাজতে লালনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিআইডি চালিয়ে যেতে পারবে। বয়ান নেওয়ার সময় ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে সিবিআই দাবি করে শৌচাগারে গামছা গলায় নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লালন। হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর কোনও নির্যাতন হয়নি। তা ছাড়া, এর আগে নির্যাতনের কোনও অভিযোগ ওঠেনি। তারা এ-ও বলে লালনের আত্মহত্যার আগের মুহূর্তে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। সেখানে কোনও আঘাতের চিহ্নের কথা উঠে আসেনি।

বীরভূমের রামপুরহাটে সিবিআইয়ের অস্থায়ী শিবিরে থাকাকালীন লালনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সিবিআই একে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও লালনের পরিবার খুনের অভিযোগ এনেছেন। লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি এফআইআরে কয়েক জন সিবিআই আধিকারিকের নাম করেছেন।

অন্য দিকে, এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সিআইডি। ইতিমধ্যে পুলিশের তরফেও সাত সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন গরু পাচার কাণ্ডে তদন্তকারী দুই অফিসার। এই এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছে সিবিআইও।

এসএসসি-তে বয়স ভাঁড়িয়ে নিয়োগ, পুরো প্যানেল বাতিলের হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে নিয়োগে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ। আর এবার উঠল এসএসসিতে বয়স ভাঁড়িয়ে নিয়োগের অভিযোগ। ২১ জন শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সে কারচুপির অভিযোগটির ক্ষেত্রেও সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই নির্দেশ দিয়েছেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগের ক্ষেত্রে ২১ জনের বয়সে কারচুপি করার অভিযোগ উঠেছে। আদালতের নির্দেশে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে একটু নতুন মামলা উঠেছিল। মামলাকারীর বক্তব্য, এক্ষেত্রে চাকরিতে নিয়োগের জন্য বয়সসীমা ৪০ বছর। কিন্তু সেই বয়স পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন মামলাকারী।

মামলাকারীর দাবি, "এসএসসি-র দেওয়া মেধাতালিকা তথ্যেই স্পষ্ট, বয়স পেরোনোর পরেও চাকরি। এই তথ্যই সিবিআই তদন্তের দরকার।" বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর হুঁশিয়ারি, "এমন লজ্জাজনক দুর্নীতি দেখলে পুরো প্যানেল বাতিল করে দেব।"

এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে নতুন এই মামলাটি উঠলে বিচারপতি সংশ্লিষ্ট ২১ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নির্দেশ দেন। আগামী জানুয়ারি মাসে ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। এখন দেখার আগামী দিনে এই মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নেয়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। অথচ পরবর্তী সময়ে ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। চলতি বছরে এসএসসির ওই নিয়োগ মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে সমস্ত প্রার্থীর মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। আদালতের নির্দেশ মতো মেধাতালিকা প্রকাশও করে এসএসসি। আর সেই মেধাতালিকা প্রকাশ্যে আসতেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়।

সারদা মায়ের জন্মতিথি আজ, ভক্তদের ঢল বেলুড়

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আজ ১৫ ডিসেম্বর, শ্রীশ্রীসারদামায়ের ১৭০-তম জন্মতিথি। আর এই উপলক্ষে সেজে উঠেছে বেলুড় মঠ। একইসঙ্গে মা সারদার জন্মভিটে বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতেও পালিত হচ্ছে মায়ের জন্মতিথি। সেজে উঠেছে জয়রামবাটি মাতৃমন্দির। সকাল থেকে অগণিত ভক্ত হাজির হয়েছেন জয়রামবাটিতে। দিনভর চলবে নানান অনুষ্ঠান, বিশেষ পূজাপাঠ। বাগবাজারের মায়ের বাড়িতেও সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ পূজা। সেখানেও ভক্তদের ঢল নেমেছে ভোর থেকে। বেলুড়ের প্রথা অনুযায়ী মহাসমারোহে ভোরবেলা থেকেই মাতাঠাকুরানির জন্মতিথি উৎসব পালন শুরু হয়েছে। ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ দেবের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্তবগান, বেদপাঠ, ভজন এবং বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা থেকে অস্থায়ীভাবে নির্মিত সভামণ্ডপে চলছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

কথাপাঠ, ভক্তিগীতি গীতিনাট্য, ভজন ইত্যাদি। বেলা ১১টা থেকে হবে প্রসাদ বিতরণ। দুপুর তিনটেয় ধর্মসভা। ধর্মসভার শেষে মূল মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরই শেষ হবে এবারের মত মায়ের জন্মতিথি উৎসব। করোনার বিধিনিষেধ শেষে সকলের জন্য মঠ উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর এবারে মঠে ভক্তদের ঢল নেমেছে। সকাল থেকেই অগণিত দর্শক এবং ভক্ত দের ভিড় জমেছে বেলুড় মঠে।

'আসানসোলের ঘটনা দুঃখজনক,' শুভেন্দুর কম্বলদানে দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আসানসোলে বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কম্বলদান অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনাকে 'দুঃখজনক' বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার প্রাতর্ভমণে বেরিয়ে তিনি বলেন, "কিছু ঘটনা ঘটে, যেটা কারও হাতে থাকে না। দুর্ঘটনা হয়েছে। দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। না ঘটলেই ভাল হত।"

প্রসঙ্গত, বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের রামকৃষ্ণডাঙায় এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। সেখানে আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী তথা বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারির উদ্যোগে একটি কম্বল বিতরণের কর্মসূচি ছিল। অভিযোগ, অপরিসর জায়গায় আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কম্বল নেওয়ার হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তাতে পদপিষ্ট হয়ে একটি শিশু-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়।

শিক্ষক বদলির ব্যাপারে রাজ্যের নীতি জানতে চাইলেন বিচারপতি

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিক্ষক বদলির মামলার সংখ্যায় বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। ব্যাপারে রাজ্যের নীতি জানতে চাইলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

বুধবার বিচারপতি মন্তব্য করেন, "সবার লক্ষ্য কলকাতা বা তার আশেপাশে বদলি। এত আবেদন আসছে যে গ্রামের স্কুল ফাঁকা হয়ে যাবে।"

আদালতে দাখিল হওয়া রাজ্যের রিপোর্ট দেখে বিচারপতি বসু মন্তব্য করেন, কলকাতায় ১১৫টি স্কুল আছে যেখানে ৫০০-র বেশি শিক্ষক আছেন, কিন্তু স্কুল প্রতি ৫০ জনের কম পড়ুয়া। ছাত্র রয়েছে এমন স্কুলে বদলির আবেদনও শুনতে হয়েছে !"

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'যদি রাজ্যের মনে হয় শিক্ষক বেশি হয়ে গেছে, তাহলে নতুন নিয়োগ কেন ? যেখানে ছাত্র নেই সেখানকার শিক্ষকদের অন্য স্কুলে পাঠানো হোক।" এই বিষয়ে নীতি তৈরিতে রাজ্যের বাধা কোথায় ? রাজ্যকে প্রশ্ন বিচারপতির।

বিচারপতি আজ যে মন্তব্য করেছেন, গত জুলাই মাসে সেরকমই একটি ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় নদিয়া জেলায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি রুখতে স্কুলে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। নদিয়ার তেহট্টের সাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। পরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামলান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা।

মেলা দেখে ফেরার পথে নদীতে পড়ে গেলেন যুবক, আমতায় নিথর দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে বাঁশের সেতু থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার আমতা ১ নং ব্লকের রসপুরে। মৃত যুবকের নাম তন্ময় দাস (২৭)। বাড়ি আমতা ২ নং ব্লকের বিনোলাকৃষ্ণবাটি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তন্ময় রসপুরের একটি মেলা দেখে বাড়ি ফিরছিল। রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ ওই যুবক দামোদর নদের উপরে থাকা রসপুর থলিয়া ঘাটে বাঁশের সেতু পার করার সময় আচমকাই সেতু থেকে নীচে পড়ে যায়। তখনই নদীর জলে তলিয়ে যায় সে। পরে বুধবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আমতা থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার পুকুরে

বালুরঘাট, ১৮ডিসেম্বর (হি.স.) : রাতভর নিখোঁজ থাকার পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইবাড়ি সংলগ্ন এলাকার একটি পুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। বুধবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ মুর্মু(১৯)। বাড়ি ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গি কালাইবাড়িতে। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই উৎসুক মানুষ ভিড় জমায় এলাকায়। পরে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মাছ ধরার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন বিশ্বজিৎ। তারপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। রাতে পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই খোঁজ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়িতে 'বিস্ফোরণ', ঘটনাস্থল আবারও ভগবানপুর

কাঁথি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে বিস্ফোরণ। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ শিমুলিয়া গ্রাম। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়ি। তাঁর বাড়ির ভিতর থেকে বালতি ভরতি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শিক্ষকের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। ভগবানপুর থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

রবিবার সকালে ঘড়ির কাঁটায় তখন আটটার কাছাকাছি হবে। ছুটির দিনে তখন প্রায় সকলেই ঘুমের ঘোরে। দক্ষিণ শিমুলিয়া গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়িতে বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। দৌড়ে যান সকলে। দেখেন ওই বাড়িতে কিছু একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। লোকমুখে প্রায় গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরণের কথা। ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। খবর পেয়ে ভগবানপুর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন। প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়ির ভিতর থেকে বালতি ভরতি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। কেউ ফাঁসানোর জন্য বালতি ভরতি গাঁজা বাড়িতে রেখে গিয়েছে বলেই দাবি প্রাথমিক শিক্ষকের। কে বা কারা সেগুলি রেখে গেল, তা গৃহকর্তার জানা নেই। ঘটনা খতিয়ে দেখছে ভগবানপুর থানার পুলিশ।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে হত দাদা, জখম ভাই

আজমগড়, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার তরওয়া এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে একজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন এবং তার ভাই আহত হয়েছেন বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সুপার (এসপি) অনুরাগ আর্য বলেন, ঘটনাটি শনিবার গভীর রাতে বাঘরা গ্রামে ঘটে। রবিশেশ যাদব এবং তার ভাই শচীন যাদব তাদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের ঝগড়া হয়েছিল। বিবাদের সময় প্রতিবেশীরা গুলি চালালে রবিশেশ ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং শচীন পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হন।

শচীনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।

সস্ত্রীক কাতার গেলেন সৌরভ, মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখতে চান মহারাজ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): লণ্ডন থেকে দু-তিন দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রবিবার সকালে ফের বিমান ধরলেন সৌরভ । এবার গন্তব্য কাতার । আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবারের বিশ্বকাপ দেখতে কাতারে হাজির থাকবেন ।

বিশ্ব ফুটবলের এই মেগা ইভেন্টের সাক্ষী থাকতে কাতার উড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় । ভারতীয় সময় রবিবার বিকেলে কাতার পৌঁছে যাবেন সৌরভ । ভারতীয় সময় রাত সাড়ে আটটায় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফাইনাল । সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সর্বকালের সেরা ফুটবলা দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা । তিনি অসংখ্যবার জনসমক্ষে স্বীকারও করেছেন । তাই প্রয়াত ফুটবল রাজপুত্রর দেশকেই সমর্থন করবেন লুসেইল স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে। লিওনেল মেসির হাতেই এবার কাপ দেখতে চান বাংলার মহারাজ ।

নিউহাফলং-মাইগ্রেনডিসা স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেললাইনের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

হাফলং (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের নিউহাফলং ও মাইগ্রেনডিসা স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় রেললাইনের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নিউহাফলং স্টেশনে নিয়োজিত জিআরপির ভারপ্রাপ্ত অফিসার দীপক ঘার্তি আজ রবিবার জানিয়েছেন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রেল কর্মচারী কাজল পোদ্দার নিউহাফলং ও মাইগ্রেনডিসা স্টেশনের মধ্যবর্তী ৯৫/২-৩ কিলোমিটারে রেল লাইনের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি তিনি নিউহাফলং স্টেশনে জিআরপিকে খবর দেন। খবর পেয়ে জিআরপির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দীপক ঘার্তি সেখানে গিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ময়না তদন্তের জন্য।

জিআরপির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত মৃত ব্যক্তির এখনও পরিচয় জানা যায়নি। এমতাবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ ৭২ ঘণ্টা হাফলং সরকারি হাসপাতালের মর্গে রাখা হবে। ওই সময়ের মধ্যে যদি উদ্ধারকৃত ব্যক্তির মৃতদেহের কেউ দাবিদার না বেরোয় তা-হলে পুলিশ নিজেই ৭২ ঘণ্টা পর মৃতদেহ সৎকার করবে।

জিআরপি আধিকারিকের সন্দেহ, চলতি ট্রেন থেকে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো রাতের কোনও ট্রেন ওই এলাকা পার হওয়ার সময় অসাবধানতাবশত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটে ওই ব্যক্তির।

দেশে স্বদেশী জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশীয় জাহাজ নির্মাণের ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার কারণে বিশ্বের দেশগুলি আজ তাদের সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণ এবং শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামরিক সরঞ্জামের ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে আজ ভারতের কাছে তার সামর্থ্যের পূর্ণ ব্যবহার করে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশটিকে একটি কেন্দ্রে পরিণত করার প্রতিটি সুযোগ রয়েছে। যেকোনও পরিস্থিতির জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখাই আমাদের প্রধান প্রয়োজন।

রবিবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে পরমাণু, জৈবিক ও রাসায়নিক যুদ্ধে সক্ষম আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত "মোরমুগাও" যুদ্ধজাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

অবশেষে আশার আলো, সপ্তাহান্তেই ঠান্ডা পড়বে, পূর্বাভাস আলিপুরের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.): জড়তা কাটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শীত তার নিজস্ব ছন্দে বঙ্গে ধরা দিতে চলেছে। গত ক"দিনের ঘূর্ণাবর্ত শীতের আগমনে যে কাঁটা ছড়িয়েছিল, তা এখন সরে গিয়েছে । সপ্তাহান্তে শীত আসছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে পারদ নিম্নমুখী হতে চলেছে।

আজ থেকে উত্তর-পশ্চিমে শীতল হওয়ার দাপট বাড়বে এবং তাপমাত্রাও কমতে শুরু করবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা কমবে। আগামীকাল থেকে কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও তাপমাত্রা নীচের দিকে থাকবে। শনিবার থেকে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির কম হতে পারে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র সিকিম ও দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে হাওয়ার দাপট বাড়বে এবং শীতের আমেজ বাড়বে দুইবঙ্গে। এই প্রথমবার দিন ও রাতের তাপমাত্রায় ২-৪ ডিগ্রি কমবে।

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ১ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি । বৃহস্পতিবার ভোরে কুয়াশা থাকলেও দিনের আকাশ পরিষ্কার । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি এবং ১৬ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।

নিরাপত্তার জন্য শহর জুড়ে ৫ হাজার সিসিটিভি বসাবে যোগী সররকার

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.): জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৬টি শহরে প্রায় ৫,০০০ সিসিটিভি বসাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন। প্রতিটি চৌরাস্তা, প্রধান সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, রেলপথ এবং মেট্রো স্টেশনগুলি এই ক্যামেরার আওতায় রয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার (আইসিসিসি) এর মাধ্যমে নিরাপদ ও স্মার্ট শহর তৈরির সরকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মহড়া নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী সভাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এসব সিসিটিভির মাধ্যমে রাস্তায় কার্যক্রম চালানো হচ্ছে বলে জানান তারা। 'আমাদের শহরগুলো এখন স্মার্ট হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদও হচ্ছে। এখন কোনো অপরাধী বা অসামাজিক উপাদান, যারা আমাদের বোন-মেয়েদের এক মোড়ে হয়রানি করে এবং অন্য মোড়ে ডাকাতি করে, পরের মোড়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়বে।' এসব বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন। প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ। কেন্দ্র ইউপি-কে কানপুর, লখনউ, আগ্রা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, আলিগড়, বেরেলি, ঝাঁসি, সাহারানপুর এবং মোরাদাবাদ সহ বেশ কয়েকটি শহরে সিসিটিভি ইনস্টল করতে সাহায্য করেছে।

দু"দিক থেকে খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দুদিকে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্নে চলছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হালকা যানবাহন চলে যাওয়ার পর ভারী যানবাহনগুলোকে পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং ছোট-বড় সব যানবাহন পাশ কাটিয়ে তবেই নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাহনগুলোকে যেতে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে হালকা যাত্রী ও ব্যক্তিগত যানবাহন পাড়ি দেওয়ার পরে উধমপুর থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহন পাঠানো হবে।

এদিকে, পিচ্ছিল রাস্তার কারণে শ্রীনগর-সোনামার্গ-গুমরি মহাসড়ক একমুখী যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে সংযোগকারী মুঘল রোড এবং এসএসজি রোড উভয় দিক থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। হালকা যান চলে যাওয়ার পরই ভারী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। আধিকারিকরা বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও যানবাহনকে জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য রুটে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

নিউটাউনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল গাড়ি

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের নিউটাউনে মারাত্মক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে অন্য লেনে ঢুকে উল্টে গেল গাড়ি। তবে বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছেন গাড়ির তিন যাত্রীই। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, নিউটাউন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে তিন কন্যার দিকে যাচ্ছিল। সে সময় বেপারোয়া গতি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কদমপুকুর মোড়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে অন্য লেনে ঢুকে যায় গাড়িটা। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় চার চাকা প্রাইভেট গাড়িটি। গাড়িতে থাকা তিন তরুণ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাড়িটির গতিবেগ অতন্ত বেশি ছিল। তবে দুর্ঘটনার সময়ে সমস্ত এয়ার ব্যাগগুলো ওপেন হয়ে যায়, ফলে গাড়িতে চালক-সহ তিন সওয়ারি রক্ষা পান। সকলের বয়স কুড়ির মধ্যে। ভাগ্যক্রমে কারোরই গুরুতর আঘাত লাগেনি। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ।

দুর্গাপুরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

দুর্গাপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের কলোনির পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ। বেশ কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের তরফে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করেই স্টেট ব্যাঙ্কের সি-জোন শাখার বিপরীতে জঙ্গল থেকে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৮ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল দুর্গাপুর থানার তালতলা বস্তি এলাকার বছর ২০ বছরের রাহুল পাসওয়ান।

শিলচরে সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে জাতিভেদ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান, পুরস্কৃত পাঁচ সাংবাদিক

শিলচর (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর প্রেস ক্লাবে আজ রবিবার নাগরিক সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সংখ্যালঘু অধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে জাতিভেদ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বক্তারা।

সঞ্জীত দেবনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে পাঁচ কৃতী সাংবাদিককে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। পুরস্কৃত সাংবাদিকেরা যথাক্রমে গতি দৈনিকের বরিষ্ঠ সাব-এডিটর সিদ্ধার্থকুমার দাস, প্রান্তজ্যোতি দৈনিকের সাব-এডিটর অমলকুমার লস্কর, ইস্টার্ন ক্রনিকল ইংরেজি দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার শংকু শর্মা, দৈনিক যুগশঙ্খ-এর এনামুল কবির লস্কর এবং বিটিএন চ্যানেলের নিউজ এডিটর সোমশিখা মজুমদার। তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে সংসাপত্র, মেমেন্টো, পুষ্পস্তবক ও নগদ অর্থ উপহার সহ পুরস্কার সামগ্রী তুলে দেন অতিথিরা।সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে আলোচনার বিষয় ছিল 'জাতিভেদ বৈষম্যের অবসান না ঘটলে আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়'।এই বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনাসভায় নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন উপস্থিত বক্তারা। এদিন শুরুতে নাগরিক সংসদের প্রধান সম্পাদক শংকর দে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।শংকর দে বলেন, ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘে সংখ্যালঘু অধিকার দিবস উদযাপনের দিন নির্ধারিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, জাতি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থান বিশেষে সংখ্যালঘুর ধারণা বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে শংকর বলেন, ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অসমে বাঙালি তথা অ-অসমিয়া জাতিগোষ্ঠীর লোকজনদের উপর নানাভাবে অত্যাচার নেমে আসে। বহুক্ষেত্রে বাঙালিদের বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও দেখা যায়, ধর্মীয় ভিত্তিতে সৃষ্ট দেশগুলোতে শরিয়ত নিয়মে সম-অধিকার রক্ষা করেই রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে থাকে। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বসবাসকারী ভারতীয় মূলের নাগরিকরা উচ্চপদে আসীন হতে পারছেন।সংখ্যালঘু অধিকার দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শংকর দে আরও বলেন, রাষ্ট্র পরিচালন নীতি সঠিকভাবে নির্ধারণের বিষয়টির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়ায় ২৭ লক্ষ জনগণের আধারকার্ড আটকে রয়েছে কীভাবে? সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন শংকর দে।সমাজসেবী বিষ্ণুপদ দাস বলেন, জাতিভেদ মানুষের রক্তে রক্তে সম্পৃক্ত হয়েছে। ধর্মান্ধতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, ভাষিক ভেদাভেদ প্রভৃতি অবসান ঘটাতে হলে আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনাকে জাগ্রত করতে হবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সত্যিকার অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারলে আধুনিক সমাজের সার্থকতা প্রকট হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিষ্ণুপদ দাস। স া ব . া কাছাড়-হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার (আকসা) উপদেষ্টা রূপম নন্দী পুরকায়স্থ অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রম করার পরও ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশে পরিণ হতে পারেনি। বাস্তবিক অর্থে বহু গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। আক্ষরিক অর্থে যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁরা সংখ্যাগুরু সেজে সংখ্যালঘুদের ওপর নানাভাবে শোষণ-শাসন চালাচ্ছে। চাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি সমঅধিকার সমবিচারের দাবি জানান।শিলচর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি রিতেন ভট্টাচার্য বলেন, ভারতবর্ষের বহু জায়গায় বিদ্যমান অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার, ভাষিক ভেদাভেদ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। তাই শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জাতিভেদ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়ে উঠবে।বিশিষ্ট আইনজীবী তথা তফশিলি জাতি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান নীহাররঞ্জন দাস বলেন, ভারতবর্ষে অনেক সমস্যা আছে। তত্ত্বও উদার মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে দিশা দেখাচ্ছে ভারত। জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর ভেদাভেদের বিষয়ে যেমন বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চর্চার ওপর নির্ভর করেই প্রগতির পথে এগোতে হবে। সমাজে বিদ্যমান প্রগতিশীল মুনিঋষিদের প্রদর্শিত রাস্তা অনুসরণ করে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রাচীনকালের গুরুকুল ও ব্রিটিশ প্রিরিয়ডে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনওরকমের ফিজ বা শুল্ক নেওয়ার প্রবণতা ছিল না। তখন শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যবোধ ছিল। তথাপিও আমাদের দেশে সহানুভূতি উদারতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ মূলত সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে নজিরবিহীন উদাহরণ।বিশিষ্ট সাংবাদিক রত্নদীপ দেব বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর চলে আসা নানারকমের চাপ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের পরিসর অনেক বড় হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের শেকড় অনেক গভীরে। ব্যবহারিক শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে এই বৈষম্যের উত্তরণে সঠিক পথ বেরিয়ে আসবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন রত্নদীপ দেব।বিশ্বকল্যাণ পুরস্কারপ্রাপ্ত বলেন, অনেক শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচার আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তাই সমাজে বৈষম্যের দেওয়াল ভেঙে দিতে মানুষের চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারিক দিকের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বকল্যাণ পুরস্কার(অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার খালিক চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, অনেক ক্ষেত্রে একই ধর্ম একই জাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৈষম্যের ঘটনা ঘটে থাকে। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে সমাজে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। তাই অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে কৌশলে এ ধরনের রাজনৈতিক বিভ্রান্তিকর পরিবেশকে এড়িয়ে চলে জাতিভেদের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান খালিক চৌধুরী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনজাতিদের সবচেয়ে ক্ষতি

● **প্রথম পাতার পর**

যাদের নামে প্রথম সম্পত্তি মিলেছে। তিনি এই ঘরের মালিক হওয়ার জন্য অনুষ্ঠান থেকে ত্রিপুরার মা বোনদের শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরীবদের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। এজন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা খুবই ভালো কাজ করছেন। এই রাজ্যে সব অংশের মানুষের মাথার উপর ছাদ মিলছে।

বিমানবন্দর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আসার পথে রাজ্যবাসী রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিবেকানন্দ ময়দানে যে মানুষ সমবেত হয়েছেন তার ১০ গুণ বেশি লোক রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য তিনি রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ শিলংয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের গোল্ডেন জুবিলি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আগামীদিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অষ্টলক্ষ্মী নিয়ে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত সাড়ে ৪ বছরে ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন সরকার দারুণ উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। এতে আরও কিভাবে গতি বাড়ানো যায় তা নিয়েই আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরা নিয়ে দু'বারই মাত্র আলোচনা হতো। এক যখন নির্বাচন এগিয়ে আসতো তখন। এছাড়া কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে ত্রিপুরার নাম আলোচনায় উঠে আসতো। আজ পরিকাঠামো, যোগাযোগ, ঘর তৈরি ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত্রিপুরার নাম সবার আগে উঠে আসছে। এটাই হচ্ছে পরিবর্তন।

তিনি বলেন, গত সাড়ে ৪ বছরে ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কের কাজের ক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতি ঘটেছে। প্রচুর গ্রামীণ সড়ক মূল সড়কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আগরতলা থেকে বাইপাস রাস্তা চালু হওয়ায় রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। জীবনযাত্রা আরও সরল হবে।ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গেটওয়েতে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক টার্মিনাল হওয়ায় দেশ বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিমানবন্দরটিও একটি বড় ভূমিকা নেবে। এতে সবক্ষেত্রেই একটি লজিস্টিক হাব হিসেবে ত্রিপুরা বিকশিত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার অনেক পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র ডিজিটালাইজেশন নয় পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।তিনি বলেন, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ৭ হাজারেরও বেশি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার গঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে শুধু ত্রিপুরাতেই ১ হাজারেরও বেশি সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এতে ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন রোগে আক্রান্তরা উপকৃত হচ্ছেন। আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় ত্রিপুরার অনেক গরীব অংশের মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় শৌচাগার নির্মাণ, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানীয়জল সরবরাহের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় এই প্রথম এতো ব্যাপক কাজ হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ ঘরের মধ্যে থেকেই পাইপলাইনে গ্যাস পাওয়ার সুবিধা ভোগ করছেন। এতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। গত ৩ বছরে ৪ লক্ষেরও বেশি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে গেছে।তিনি বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রাজ্যে আগে নানা সমস্যা ছিল। এখন সব গরীবের কাছেই রেশন সামগ্রী খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হচ্ছেন রাজ্যের মা বোনেরা। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরায় ১ লক্ষেরও বেশি গর্ভবতী মহিলা প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার সুবিধা পেয়েছেন। আজ বেশিরভাগ সন্তানের জন্ম হাসপাতাল এবং অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে হচ্ছে। এতে মা এবং শিশু উভয়ই উপকৃত হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় মহিলাদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে তা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মহিলা স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গত কয়েক দশকে এমন দল ক্ষমতাসীন ছিল যাদের চিন্তাধারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। যারা এই রাজ্যের নাগরিকদের উন্নয়নের সুবিধা থেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন। এতে সবচেয়ে বড় লোকসান হয়েছে কৃষক সহ গরীব অংশের মানুষদের।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনের শাসকদের কাছে কোনও পজিটিভ এজেন্ডা নেই। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে যেমন নীতি আছে তেমনি তাদের কাজ করার মানসিকতাও আছে। ত্রিপুরায় এখন এক্সিলেটরের প্রয়োজন। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, সুবিধাবাদী রাজনীতি ত্রিপুরার জনজাতিদের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল এই রাজনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। এজন্যই জনজাতিরা আজ বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করছে। তাঁর কথায়, গুজরাটে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল জনজাতিভুক্ত ২৭টি আসনের মধ্যে ২৪টিতে জয়ী হয়েছে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট হচ্ছে জনজাতিরা কি চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে প্রথম জনজাতিদের জন্য পৃথক মন্ত্রক এবং বাজেট করা হয়েছিল। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আদিবাসীদের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য নির্ধারিত বাজেট ২১ হাজার কোটি টাকা থেকে থেকে বাড়িয়ে ৮৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। জনজাতি গৌরব দিবসের গুরুত্বও বর্তমান সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। আজ সারা দেশে ১০টি ট্রাইবেল ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার আনারস, বিভিন্ন সব্জি আজ বিদেশে যাচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন এই রাজ্যের কৃষকরা। পিএম কিষাণ প্রকল্পে ত্রিপুরার কৃষকরা ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থরাশি পেয়েছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার বর্তমান সরকার রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই প্রয়াসের সুফল আগামীদিনগুলিতে পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হল পারমাণবিক-রাসায়নিক যুদ্ধে সক্ষম "মরমুগাও"

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উন্নত পারমাণবিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক যুদ্ধে সজ্জিত, "মরমুগাও" জাহাজটি রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নৌবাহিনীর নতুন বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রকল্প ১৫বি-এর অধীনে নির্মিত স্টিলথ গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের দ্বিতীয় জাহাজটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভারত মহাসাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার মধ্যে এই যুদ্ধজাহাজের ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর ভারতের শক্তি তিনগুণ বেড়ে যাবে।

মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে নৌবাহিনীর বহরে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছিল। প্রকল্প ১৫বি এর অধীনে চারটি জাহাজের জন্য মাজাগন ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আইএনএস বিশাখাপত্তনম এই প্রকল্পের প্রথম জাহাজ, গত বছরের ২১ নভেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশন করা হয়েছিল। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজটি গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর পরীক্ষার জন্য সমুদ্রে পাঠানো হয়। এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৬৩ মিটার, প্রস্থ ১৭ মিটার এবং ওজন ৭৪০০ টন। এটি ভারতে নির্মিত সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধজাহাজের মধ্যে গণনা করা হয়। জাহাজটি চারটি শক্তিশালী গ্যাস টারবাইন দ্বারা চালিত হয়। এই কারণে এটি চোখের পলকে ৪৮ নট পর্যন্ত গতি ধরতে পারে। এর বাইরের স্তর বিশেষ স্টিলের তৈরি, তাই শত্রুর রাডারও এই জাহাজটিকে সহজে ধরতে পারে না। মুরমুগাও "চমৎকার" অস্ত্র এবং রিমোট সেন্সিং যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত। এটি সারফেস থেকে সারফেস এবং সারফেস টু এয়ার মিসাইল দিয়ে সজ্জিত।

অসমে সর্বকালের বৃহৎ সফল অভিযানে কাছাড় পুলিশকে সাবাশি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার

শিলচর (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাদক-ট্যাবলেট ইয়াবা পাচারের গোপন খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য লাভ করেছে কাছাড় জেলার ধলাই থানার পুলিশ। আজ রবিবার ভোরে অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী লায়লাপুরে ধলাই পুলিশের নাকা চেকিঙে সন্দেহের বশে একটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ৬২ প্যাকেটে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের ৬ লক্ষ ২০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন অভিযানকারীরা। এর সঙ্গে মাদক পাচারে জড়িত মণিপুরের তিন বাসিন্দাকে ধলাই পুলিশ গ্রেফতার করেছে।আজ শিলচরে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, দুর্নীতি ও পাচারচক্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে কাছাড় পুলিশ লাগাতার অভিযান অব্যাহত রেখেছে। নিষিদ্ধ নেশাসামগ্রী ড্রাগস হেরোইন, ব্রাউন সুগার, কোকিন, ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা সহ বার্মিজ সুপারি, পুস্ত, ইউরিয়া সার, বিদেশি গুলমরিচ প্রভৃতি বেআইনি পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশের নিরন্তর অভিযানে ব্যাপক সফলতা প্রকাশ্যে আসছে।

পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, ধলাই থানার কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনী মিজোরাম থেকে আগত এএস ১১ ডিসি ৮১৮৪ নম্বরের একটি বলেরো ডিআই মিনিট্রাক আটক করে তাতে তল্লাশি চালিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি চেম্বার দেখেন। বিশেষ চেম্বার কেটে ৬২ প্যাকেটে মোট ৬,২০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে মিনিট্রাককে আটক করে ধলাই থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সেই সঙ্গে এই পাচারকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে পার্শবর্তী মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার বাসিন্দা তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে চূড়াচাঁদপুর জেলার মলচাম গ্রামের বাসিন্দা হেংকোহাও-এর ছেলে লাম্মিন্সেই (৩২), সহলংগাম লুংধিমের ছেলে থংমিনগউ লুংধিম (২২) এবং লাজাংফাই গ্রামের বাসিন্দা মাংনেহ চুল্লফাই-এর ছেলে গিংখোসেম (১৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কলেজ পড়ুয়াও রয়েছে।তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত তিন পাচারকারীকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে মণিপুর থেকে মিজোরাম হয়ে শিলচরে প্রবেশ করেছিল গাড়িটি। বাজেয়াপ্তকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ১৫০ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মাহাতো। তিনি বলেন, তদন্ত অভিযান জারি রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য আদায় করে মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের আন্তর্জাতিক স্তরের মাফিয়াদের আটক করতে সক্ষম হবে কাছাড় পুলিশ বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো।

ভাঙড়ের এক আইএসএফ নেতাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি

ভাঙড়, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের এক আইএসএফ নেতাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের আঙুল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতের ঘটনা। এই ঘটনার পরই থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান আইএসএফ নেতা রাইনুর মোল্লা। আইএসএফ নেতাকে হুমকি দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়-২ ব্লকের নাংলা এলাকায়। অভিযোগ, ওই এলাকায় আইএসএফের একটি কর্মীসভা শেষ করে শনিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন রাইনুর মোল্লা। তিনি কিছুদূর আসতেই পিছন থেকে দুটি মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে ঘিরে ধরে। ধাক্কাধাক্কি করার পর রাইনুর মোল্লার পেটে বন্দুক ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, এলাকায় আইএসএফ করা চলবে না।

বাংলায়

● **প্রথম পাতার পর**

এই পূণ্য ভূমিকে আমার প্রণাম জানাই।'

এখানে উল্লেখ করা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে রাজ্যে যান এবং বক্তব্য রাখেন সেখানে সেই রাজ্যের ভাষাতেই ভাষণের শুরু করেন। আগরতলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিকে, এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেত গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে 'মিত্র' বলেছেন। মিত্র শব্দটি মূলত হিন্দিতে প্রচলিত। যার বাংলায় প্রচলিত অর্থ দাঁড়ায় বন্ধু।

সাতটি প্রকল্প

● **প্রথম পাতার পর**

এছাড়া তিনি পি এম জি এস ওয়াই-থি ২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩২টি সড়কের এবং ৫৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১১২টি সড়ক প্রকল্পের (রাজ্য ও জেলা সড়ক) শিলান্যাস করেছেন। সব মিলিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী ৪,৩০০ কোটি টাকারও বেশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন।

উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে

● **প্রথম পাতার পর**

বাংলা ভাষার জন্য কত তরুণ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু, ককবরক ভাষার জন্য উপজাতি অংশের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা উপজাতিদেরই পিছনে ঠেলেছে।

রবিবার বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী যে বাস্তব কথা তুলে ধরেছেন এই বিষয়ে ভাববার তাগিদ আনবে। এতকাল বিভিন্ন ভাবে উপজাতিদের নিয়ে রাজনীতি হয়েছে। উপজাতিদের সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতির ফায়দা নেয়ায় রাজ্যের সর্বনাশকেই ত্বরান্বিত করে। এত রক্ত, এত গণহত্যা, এত লুটতরাজের পরও উপজাতি দরদীরা আর কত খেলা করবেন। এই প্রশ্ন আজ গুরুত্বপূর্ণ। সরলমতি উপজাতিদের ভাবাবেগকে পুঁজি করে এরাজ্যে যারা রাজনীতি করেছেন তাঁরা তো হারিয়ে গিয়েছেন। উপজাতিরা তাদের বর্জন করেছে। কিন্তু, খেলা এখনও শেষ হয়নি। উপজাতিদের ভাগ্য নিয়ে নতুন করে যারা খেলতে চাইছে তারা ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুলে গেলে ত্রিপুরাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন। এটা নিশ্চয় জাতি উপজাতি কোনও অংশের মানুষেরই কাম্য নয়। (চলবে)

মোদী

● **আটের পাতার পর**

দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্যও নিশ্চিত করে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই অঞ্চলে উন্নত বিমান যোগাযোগের ফলে কৃষিপণ্য রফতনিতে সহায়তা হয়েছে, যার ফলে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন।' বলেন, 'সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি আনয়ন করা।'

কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল সম্পর্কেও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আজ খেলাধুলার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা উপকৃত হয়েছেন। দেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।' তিনি বলেন, আজ সীমান্তে নতুন রাস্তা, নতুন টানেল, নতুন সেতু, নতুন রেললাইন, নতুন এয়ার স্ট্রিপ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আমরা সীমান্তের গ্রামগুলিকে বহন করার চেষ্টা করছি যা একসময় স্থবির ছিল।

নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অষ্টলক্ষ্মীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উত্তরপূর্ব পরিষদ বা এনইসি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোল্ডেন ফুটপ্রিন্টস একটি স্মারক ভলিউম যা গত পঞ্চাশ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে এনইসি-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে উত্তরপূর্ব পরিষদের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত, আজ রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ একদিনের সফরে গুয়াহাটির গোপনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরে বিশেষ উড়ানে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুয়াহাটি থেকে সোজা বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে সকাল প্রায় ১০.২০ মিনিটে তিনি চলে আসেন শিলং। এখানে এনইসি-র সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তিনি।১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর এনইসি গঠন হওয়ার পর অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন (ডোনার) মন্ত্রক নামে এক পৃথক দফতর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, এনইসি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যে বহু পরিকাঠামো প্রকল্প এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর দূরদর্শীতার বলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডোনার মন্ত্রক দুরন্ত গতিতে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভা

● **প্রথম পাতার পর**

কিন্তু রাজ্যের জনগণের জন্য কিছুই চালু বা ঘোষণা করা হয়নি। ক্ষমতাসীন বিজেপি জনগণকে জোর করে এনেছে। তাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে।

সুদীপ বর্মন দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি আজ যে প্রকল্পগুলি চালু করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে হাইওয়ে, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ, এমবিবি বিমানবন্দর, ইত্যাদি ইউপিএ সরকার অনুমোদিত। বিজেপি কেবল বিভাজনের রাজনীতি জানে। তাকে ভাবতে হবে কেন উত্তরপূর্ব আর্থিক সাহায্যে পিছিয়ে আছে। প্রতিটি প্রকল্পে শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম থাকার জন্য তারা পরিকল্পনা কমিশন সরিয়ে নিতি আয়োগ চালু করেছে। বিজেপি জনগণকে হুমকি দিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণেপ কিস্তি দেওয়া হবে না। মোদির সমাবেশে যোগ না দিলে এমজিএনরেগার জন্য কাজ দেওয়া হবে না। সুদীপ রায় বর্মন যে প্রধানমন্ত্রী মেঘালয় সফর করেছেন এবং তিনি মাদকের হুমকি সম্পর্কে সেখানেও কোন কথা বলেননি যা এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, তার লজ্জিত হওয়া উচিত যে ত্রিপুরায় তার সরকার তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আগামী দিনে মানুষ বিজেপিকে লাল কার্ড দেখাবে। জনগণ প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বয়কট করেছে কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে সবকিছুই জুমলা। প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান একটি ফ্লপ শো ছিল। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রবীণ নেতা আশীষ কুমার সাহা, মুখপাত্র প্রশান্ত ভট্টাচার্য।

উন্নত ইন্টারনেট

● **প্রথম পাতার পর**

প্রকল্পগুলি সময়ের মধ্যেই রূপায়ণ করছে। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান কর্মসূচি চালু করেছে যা আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মহকুমাস্তরে, ব্লকস্তরে এবং জেলাস্তরে সুশাসন মেলারও আয়োজন করা হচ্ছে। এই মেলার মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও জনগণের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই দিনটিকে রাজ্যের জন্য ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করেন। রাজ্য সরকার ও রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই রাজ্যে সূচনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর পেয়ে উপক'ত হয়েছেন রাজ্যবাসী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেত'ত্বে ত্রিপুরায় এখন উন্নয়নমূলক কাজে গতি এসেছে। রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সাবম পর্যন্ত বডগেজ রেল পরিষেবা চালু হয়েছে। রাজ্যে জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং প্রশস্ত করার কাজও জোরগতিতে চলছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমানের শিক্ষা দিতে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল স্থাপনের কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী প্রেম কুমার রিয়াং, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মীদেরকে এসে আহত দের উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।অটো গাড়িতে থাকা আহত যাত্রী শুভঙ্কর রায় অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।

এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যাত্রী শুভঙ্কর রায় মহাকুমা হাসপাতাল তান্ডব চালাতে থাকে। মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত যাত্রীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে আগরতলা হাঁপানিয়া হসপিটালের রেফার করে।

ক্রীড়াঙ্গন

দীপঙ্করের অর্ধশতক সত্ত্বেও ইনিংসেই হারলো ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হলো না ত্রিপুরার। মহারাষ্ট্রের মতো মধ্যপ্রদেশের কাছেও একপ্রকার গো-হারা হারতে হলো ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটারদের। মধ্যপ্রদেশ ইনিংস সহ ৬৫ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরাকে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। প্রথম ইনিংসের মতো ত্রিপুরার টেল এন্ডার ব্যাটার্সরা দ্বিতীয় ইনিংসে কিছুটা রান পেলে পরাজয় এড়ানো যেতো। ওপেনিং জুটির দীপঙ্কর এবং দেবাংশু আউট হয়ে প্যাভেলিয়নের ফিরতেই ত্রিপুরা দল যেন পরাজয়ের প্রমাদ গুনতে থাকে।

এ-ডিভিশন লীগ : পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৪	৩	১	০	২১-১	১০
এগিয়ে চলো	৪	৩	১	০	১৩-৩	১০
জুয়েলস	৪	৩	০	১	৯-৭	৯
লালবাহাদুর	৪	২	০	২	১০-৮	৬
বীরেন্দ্র	৪	২	০	২	৫-১২	৬
রামকৃষ্ণ	৪	১	০	৩	৭-৮	৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৪	১	০	৩	৭-১৫	৩
টাউন ক্লাব	৪	০	০	৪	০-১৮	০

দীপঙ্কর অর্ধশতক করেছে এটাই স্বস্তির খবর। ১০৭ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি সহযোগে দীপঙ্কর ভাটনগর ৫৪ রান করে উপযুক্ত ওপেনারের স্থানটি ধরে রাখতে পেরেছে। দেবাংশুর ২৬ রানের পর বিশাল শীলের ২৪ রান ও দেবজ্যোতি পালের ১৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। মধ্যপ্রদেশের বোলার আয়াম সরাদানা দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়েছে ৩৫ রানের বিনিময়ে।

দুই ইনিংস মিলিয়ে তার ৯টি উইকেট হলো। উল্লেখ্য, সুরাটে সি.কে পিঠাওয়ালা গ্রাউন্ডে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা দল মধ্যপ্রদেশের কাছে ইনিংসে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। প্রথম ম্যাচেও মহারাষ্ট্রের কাছে ইনিংস সহ ১১৩ রানের ব্যবধানে হেরেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে আসামের কাছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে দুরন্ত জয় ত্রিপুরার। সিকিমকে ইনিংস সহ ৩১১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছিল। গ্রুপ লীগে ত্রিপুরার শেষ ম্যাচ আগামী ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। সংক্ষিপ্ত স্কোর মধ্যপ্রদেশ প্রথম ইনিংসে ৩৮০ রান। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৩ রান।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী পূর্তিতে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালন ও বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে একগুচ্ছ ক্রীড়া কর্মকান্ডের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১ জানুয়ারি সকাল ৭টায় ক্রসকান্টি দৌড় দিয়ে পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। ওই দিন সকালে হবে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রাইজমানি ক্রসকান্টি। একই দিনে সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এর ঠিক পরেই ১১টায় হবে বিভিন্ন বয়স বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা শুরু হবে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা।

পরে ৩ জানুয়ারি সকাল ১০টায় স্বাস্থ্য শিবির, ৪ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ৫ জানুয়ারি বিকাল ৫টা থেকে ক্যারাম প্রতিযোগিতা, ৭ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, ৮ জানুয়ারি সকাল ৭টায় ক্লাব সদস্যদের মধ্যে টি-১০ ক্রিকেট ম্যাচ, পরে দুপুর ১টা থেকে উন্মুক্ত প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা, ৯ জানুয়ারি এলাকাবাসী ও মহিলা সদস্যাদের মধ্যে নানা অনুষ্ঠান, ১০ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় স্বামী বিবেকানন্দের উপর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ১১ জানুয়ারি বিকাল ২টা থেকে বিভিন্ন বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা, ১২ জানুয়ারি সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলন, ১০টায় প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা ও দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, বিকাল ৪টায় যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যা ৭টায় পুরষ্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৪ জানুয়ারি রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান হবে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য এন্ট্রি ফর্ম প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে ক্লাবঘর থেকে সংগ্রহ ও জমা করতে বলা হয়েছে। ফর্ম জমা করার শেষ তারিখ আগামী ২৮ ডিসেম্বর।

বিস্তারিত জানার জন্যে প্রশান্ত ভৌমিক ও ড় কিশোর ধরের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। হীরক জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে ক্লাবের প্রবীণ ও বর্তমান সকাল সদস্য-সদস্যা সহ এলাকাবাসীকে সামিল হতে সচিব কমল দেব অনুরোধ জানিয়েছেন।

পূর্বোত্তর দাবায় দারুন সাফল্য রাজ্যের দাবাড়ুদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সাফল্য পেলো রাজ্যের দাবাড়ু-রা। অসমের মঙ্গলদই-এ অনুষ্ঠিত ২০ তম পূর্বোত্তর দাবা প্রতিযোগিতা। তাতে ত্রিপুরা থেকে ৭ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। ৮ রাজ্য থেকে ১৭৪ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছিলো। তাতে ৮ পয়েন্ট পেয়ে ময়াঙ্ক চক্রবর্তী প্রথম স্থান দখল করেন। আসরে উন্মুক্ত বিভাগে ত্রিপুরার ২ জন দাবাড়ু প্রথম ২০ জনে স্থান পায়। ৭ পয়েন্ট পেয়ে অভিজ্ঞান ঘোষ সপ্তম এবং ৬ পয়েন্ট পেয়ে অনুরাগ ভট্টাচার্য ২০ তম স্থান দখল করে। এছাড়া অনূর্ধ-৯ বালক বিভাগে ৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রাঞ্জল দেবনাথ, অনূর্ধ-১১ বালক বিভাগে ৬ পয়েন্ট পেয়ে শাক্য সিংহ মোদক, বালিকা বিভাগে একান্তিকা সরকার প্রথম স্থান দখল করে। সাড়ে ৫ পয়েন্ট করে অনূর্ধ-১১ বালক বিভাগে তৃতীয় স্থান দখল করে আয়ুষ সাহা।

এছাড়া ৩ পয়েন্ট করে অনূর্ধ-৭ বিভাগে ভোকলসে পিছিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করে শুভায়ন দাস। দাবাড়ুদের দুর্দান্ত সাফল্যে খুশি রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, সচিব দীপক সাহা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অভিজিৎ ঘোষ প্রমুখ অভিনন্দন জানিয়েছেন দাবাড়ুদের।

অমরপুরে ক্রিকেট জয়ী টাউন স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বল হাতে বিধ্বংসী প্রীতম পাল। প্রীতমের হাত ধরেই সহজ জয় পেলো দক্ষিণ অমরপুর টাউন স্কুল। ৮ উইকেটে পরাজিত করে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমিকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। চন্ডিবাড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রীতমের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে ২২ গজে লুটে পড়ে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির ব্যাটসম্যান-রা। দল ২৪ ওভার ৪ বল খেলে মাত্র ৫২ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ১৮ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দক্ষিণ অমরপুর টাউন স্কুলের পক্ষে প্রীতম পাল (৭/১০) সফল বোলার। জবাবে কেলতে নেমে দক্ষিণ অমরপুর টাউন স্কুল১২.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দল সর্বোচ্চ ২৭ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে শুভম দাস ৩৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ (অপ:) রান করে।

নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়কের পদ থেকে পদত্যাগ উইলিয়ামসন-র দায়িত্ব হস্তান্তর টিম সাউদির কাছে

অকল্যান্ড, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.): নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কেন উইলিয়ামসন, টিম সাউদিকে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে ওয়ানডে ও টি-২০ আন্তর্জাতিকে কিউইদের নেতৃত্ব দেবেন উইলিয়ামসন।

সাউদির নামে ৩৪৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে এবং ২২ বার টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এই মাসে পাকিস্তানের টেস্ট সফরে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় নিউজিল্যান্ডের ৩১তম টেস্ট অধিনায়ক হন। টেস্ট সহ-অধিনায়ক হচ্ছেন ওপেনার টম ল্যাথাম।

উইলিয়ামসন ২০১৬ সালে ব্রেন্ডন ম্যাককালামের পর তিনি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তারপর থেকে তিনি ৩৮ টেস্ট ম্যাচে (২২ জয়, ৪ ড্র, ১০ পরাজয়) দলের অধিনায়কত্ব করেছেন।

উইলিয়ামসন বলেছেন, "টেস্ট ক্রিকেটে ব্ল্যাক ক্যাপদের অধিনায়কত্ব করা আমার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে বিশেষ সম্মানের। আমি এই ফরম্যাটে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছি। আমার ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে, আমি মনে করি এই সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত সময়। আলোচনার পর আমরা মনে করেছি যে আগামী দুই বছরে দুটি বিশ্বকাপ সহ সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাওয়াই ভাল। আমি টিমকে অধিনায়ক এবং টমকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে সমর্থন করতে পেরে আনন্দিত।

উদয়পুরে ক্রিকেট, জয়ী খিলপাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সহজ জয় পেলো খিলপাড়া কোচিং সেন্টার। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো কে বি আই সি সি 'বি' দলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত হিমাংশু স্মৃতি অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার কে বি আই মাঠে হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কে বি আই সি সি 'বি' ৩৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিপ্রজিৎ দাস একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। বিপ্রজিৎ ৬৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। খিলপাড়ার পক্ষে নয়ন সাহা (৩/১৬) এবং প্রণয়দ্বীপ দাস (২/৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে খিলপাড়া ২০.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে প্রণয়দ্বীপ দাস ৬৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং রাইহান উল্লা ১১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। কে বি আই সি সি 'বি'-র পক্ষে অন্তরীপ মজুমদার (২/৭) সফল বোলার।

বিলোনিয়ায় ক্রিকেটে দ্বীপতনু ৬ উইকেটে পেলেও জয়ী বিদ্যাপীঠ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বিফলে গেলো দ্বীপতনু পালের বিধ্বংসী বোলিং। দলীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় কাজে এলো না দ্বীপতনু পালের ৬ উইকেট। জয় পেলো বিদ্যাপীঠ স্কুল।

৩৭ রানে পরাজিত করে বিলোনিয়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। আমজাদনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বল হাতে বিধ্বংসী রূপ নেয় দ্বীপতনু পাল। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাপীঠ স্কুল ৮৬ রান করে। দলের পক্ষে সৌরজিৎ মগ ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১,রাজবীর ভুইয়ান ৩৩ বল খেলে ১৫ এবং সুরেশ ত্রিপুরা ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। বিলোনিয়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দ্বীপতনু পাল (৬/১৩) এবং দ্বীপতনু বিশ্বাস (২/৩০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমেমাত্র ৪৯ রানে গুটিয়ে যায় বিলোনিয়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। দল সর্বোচ্চ ১৩ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে দেবজ্যোতি চৌধুরি ১১ রান করে ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। বিদ্যাপীঠ স্কুলের পক্ষে দ্বীপতনু পাল (৪/১২) এবং অভিনয় মজুমজদার (৪/১৩) সফল বোলার।

কাল থেকে শান্তিরবাজারে ছোটদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। উদ্বোধনী দিনে দুটি ম্যাচ। চরকবাই স্কুল মাঠে খেলবে শান্তিরবাজার স্কুল এবং সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। জোলাইবাড়ি স্কুল মাঠে খেলবে কসমোপলিটন ক্লাব এবং জোলাইবাড়ি স্কুল দল। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ২০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আসর। এ বছর আসরে অংশ নিয়েছে ৭টি দল: রেক্স ক্লাব, উত্তর তাউখোমা স্কুল, সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, শান্তিরবাজার স্কুল (এ গ্রুপ), বাইখোড়া স্কুল, কসমোপলিটন ক্লাব এবং জোলাইবাড়ি স্কুল (বি গ্রুপ)। প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার লিগে উঠবে। ৩১ ডিসেম্বর সুপার লিগের শেষ ম্যাচ হবে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব সাধুং মগ ক্রীড়া সূচী ঘোষনা করেন। এদিকে আসরে ভালো ফলাফল করতে সবকটি দলই জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

বিহারে হ্যান্ডবল ত্রিপুরার জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। বিহারের সরনে অনুষ্ঠিত ৩৭ তম জাতীয় সাবজুনিয়র বালিকাদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায়। শুক্রবার দুটি ম্যাচ হয় ত্রিপুরার। প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে১৮-১৫ গোলে জয় পাওয়ার পর দুপুরে কর্মাটককে ৬-১৪ গোলে পরাজিত করে ত্রিপুরা। রাজ্য হ্যান্ডবল সংস্থার সচিব লিটন রায় বিহার থেকে ওই খবর জানিয়েছেন।

NOTICE INVITING e-TENDER NO.19/EE(AGRI)/S/2022/23

Sl. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	12/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 19,23,453.00	Rs. 38,469.00	60 Days	Up to 04.00. P.M. on 30/12/2022	At 11.00 AM on 31/12/2022*
2	13/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 23,47,511.00	Rs. 46,960.00	60 Days		
3	22/SE/AGRI/EE(S)/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 39,23,844.00	Rs. 78,477.00	90 Days		
4	23/SE/AGRI/EE(S)/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 34,56,685.00	Rs. 69,134.00	90 Days		
5	24/SE/AGRI/EE(S)/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 34,56,685.00	Rs. 69,134.00	90 Days		
6	25/SE/AGRI/EE(S)/2022-23 (Re-Tender)	Rs. 27,71,362.00	Rs. 55,427.00	90 Days		

For details please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621 22 2486

ICA/C-3670/22

(Er. P. Debbarma)
Executive Engieer (South)
Department of Agriculture &
Farmers Welfare South, Udaipur

PNIT NO: e-PT- LIX/EE/RD/ABS/2022-23 DATED-13/12/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 13/12/2022 for 01(One) no. of Construction work at Ganganagar under RD Ambassa_ Division For details visit website https: //tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent | compencum will be available in the website only.

ICA/C-3663/22

[Er. B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

PNIT NO: e-PT- LX/EE/RDI/AI 1022-23 DATED-14/12/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 27/12/2022 for 04(Four) nos. of Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3661/22

[Er.B. Suterday]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

বিবাদের সীমা নয়, আমরা উত্তরপূর্বে উন্নয়ন করিডর নির্মাণ করছি : মোদী

শিলং, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : তাঁর সরকারের আট বছরের মেয়াদে উত্তর-পূর্বঞ্চলের উন্নয়নে যবতীয় বাধা দূর হয়েছে। সীমান্তে আজ নির্ভয়ে নির্মাণকাজ চলছে। শিলঙে এনইসি-র সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে এসে আয়োজিত সমাবেশে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক দিবসীয় সফরে শিলং এসে সহস্র জনতা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ডোনার দফতরের মন্ত্রী গঙ্গাপুরম কিষাণ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, উত্তরপূর্বীয় সব রাজ্যের রাজ্যপাল, সব মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কেন্দ্রীয় ও ওই সব রাজ্যের বহু শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আজকের প্রকাশ্য সমাবেশস্থল থেকে সকাল প্রায় ১১:৩০টায় প্রধানমন্ত্রী ২,৪৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থানুকূল্যের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ এবং শিলান্যাস করেছেন। এই অঞ্চলে টেলিকম সংযোগ বৃদ্ধি করতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন ৪জি মোবাইল টাওয়ার। এগুলির মধ্যে ৩২০টির বেশি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্রায় ৮৯০টি নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে।

উমসাওয়ালিতে অবস্থিত আইআইএম শিলঙের নতুন ক্যাম্পাস, শিলং-ডেংপাসোহ রোড উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শিলং-ডেংপাসোহ রোড নতুন শিলং উপগ্রহ টাউনশিপ এবং জনবহুল শিলঙে উন্নত সংযোগ প্রদান করতে সহায়তা করবে। এছাড়া তিনি মেঘালয়, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশের মতো তিনটি রাজ্যে অন্য চারটি সড়কেরও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন।

মেঘালয়ের মাশরুম বিকাশ কেন্দ্রে মাশরুম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্পাউন লেবরেটরি উদ্বোধন করে কৃষক ও উদ্যোগীদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচির শুভারম্ভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া ক্ষমতা নির্মাণ এবং প্রযুক্তি উন্নীতকরণের মাধ্যমে মউ-পালনকারী কৃষকদের জীবিকা উন্নত করতে মেঘালয়ের এককীকৃত মউ-পালন (ইন্টিগ্রেটেড বি-কিপিং) উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন তিনি। কেবল তা-ই নয়, প্রধানমন্ত্রী মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং অসমে ২১টি হিন্দি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেছেন আজ।

এছাড় প্রধানমন্ত্রী আজ অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ছয়টি সড়কেরও শিলান্যাসও করেছেন। তুরা এবং শিলং প্রযুক্তি উদ্যান দ্বিতীয় পর্যায়ের সমন্বিত আতিথ্য ও সম্মেলন কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত টেকনোলজি পার্ক এলাকা প্রায় ১.৫ লক্ষ বর্গফুট হবে। তা পেশাদারীদের জন্য নতুন সুযোগ প্রদান করবে এবং ৩,০০০-এর বেশি চাকরি সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইন্টিগ্রেটেড হস্পিটালিটি অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে একটি সম্মেলন কেন্দ্র, অতিথিশালা, খাদ্য আদালত ইত্যাদি থাকিব। এটা পর্যটনের প্রচার এবং অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলবে।

মোদী বলেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে যত বাধা ছিল, এনডিএ সরকার সে সবের বহু দূর করেছে। বিগত দিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিভক্ত করার চেষ্টা হচ্ছিল। আমরা এই বিভাজন দূর করছি। আমার সরকারের আমলে কোনও বিবাদের সীমা সৃষ্টি হয়নি, বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের করিডর সৃষ্টি করছি', বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে সব দলের সরকার দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিল, তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমরা বিভাজন দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। বিভিন্ন সম্প্রদায় হোক বা বিভিন্ন অঞ্চল, আমরা সব ধরনের বিভক্তি দূর করছি।' তিনি বলেন, 'গত আট বছরে উত্তরপূর্বের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বাধাকে আমরা লাল কার্ড দেখিয়েছি। দুর্নীতি, বৈষম্য, স্বজনপোষণ, হিংসা, ঝুলন্ত প্রকল্প, বিভ্রান্তি, ভোট ব্যাংকের রাজনীতি পরিহার করতে আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'গত আট বছরে বহু সংগঠন হিংসার পথ পরিত্যাগ করে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে। উত্তরপূর্বে আফস্পা বা সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োজন যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই সব রাজ্যে কয়েক দশক ধরে চলমান সীমান্ত বিরোধের সমাধান হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশে প্রতিনিয়ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে, সীমান্ত এলাকায় উন্নয়ন হলে, কানেকটিভিটি বৃদ্ধি পেলে শত্রুপক্ষ লাভবান হবে। এই ভাবনার দরুন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ দেশের সব সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব হয়নি।' বলেন, 'আমাদের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল শেষ সীমান্ত নয়, বরং নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার। এটি জাতির নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাসোসিয়েশন অব অটোলেরেঙ্গোলজিস্ট অব ইণ্ডিয়ার রাজ্য শাখার সম্মেলন

রাজ্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সরকার প্রয়াস নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। চিকিৎসা পরিষেবায় মানুষের উপকার হয় এমন কোনও যন্ত্রপাতি যদি প্রয়োজন হয় তবে তা সরকার আন্তরিকভাবে দেখবে। রাজ্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সরকার আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে। সমস্যা রয়েছে কিন্তু সরকার তার সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিক। আজ সন্ধ্যায় এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের কেএলএস অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অ্যাসোসিয়েশন অব অটোলেরেঙ্গোলজিস্ট অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন কাম সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি চিকিৎসকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, চিকিৎসকরা যে কাজটাই করেন না কেন মানুষ যাতে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো কাজের জন্য প্রচার গুরুত্বপূর্ণ। ভালো অপারেশন করলে মানুষকে জানাতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারেন এই রাজ্যেই চিকিৎসা পরিষেবা সম্ভব। ইদানিং বাইরে রোগীর রেফারের সংখ্যা কমে গেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য রাখেন। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ইএনটি সার্জেনদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ম'চিতারণ করেন। তিনি বলেন, ইএনটি চিকিৎসকদের সঙ্গে একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে বলেই তিনি আজকে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও এই সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন। নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে মখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু ডাক্তারি করলেই হবে না। একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হবে। ইদানিং লাইভ সার্জারির ব্যবস্থা রয়েছে। যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উপক'ত হচ্ছেন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডাক্তার বিধান দাস। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডা. এইচ পি শর্মা, টিএমসির অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত, বিশিষ্ট ইএনটি চিকিৎসক পি রায়, ডা. প্রদীপ বসাক এবং কলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত ইএনটি চিকিৎসক ডা. অমিতাভ রায় চৌধুরী। ধন্যবাদ 'াপন করেন সভাপতি এওআই ডা. শান্তনু রায়।

খোয়াইয়ে মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীদের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীদের পেশাগত দাবী আদায়ে শনিবার খোয়াইয়ে হলো মিছিল ডেপুটেশন। এদিন মিড ডে মিল কুক কাম হেল্পার্স কমিটি নামে একটি সংগঠন খোয়াইয়ে জেলা ভিত্তিক মিছিল ডেপুটেশন কর্মসূচীর ডাক দেয়।মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিতকরণ, বার্ষিক বোনাস, মাসে ১৮হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ করা, দশ মাসের পরিবর্তে বছরে বারো মাসের বেতন প্রদান করা ও মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীদের চাকুরি শেষে পেনশনের ব্যাবস্থা করা সহ বিভিন্ন দাবীতে এদিন জেলার বিভিন্ন প্রজেক্টে কর্মরত মিড ডে মিল কর্মীরা প্রথমে খোয়াইয়ের এন সি অ্যাভেনিওতে এসে জড়ো হন।পরে এখান থেকে শুরু হওয়া মিছিল সুভাষপার্ক বাজারের রাস্তা পরিক্রমা করে স্থানীয় সরকারী দ্বাদশ স্কুল কম্পেক্সে জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্য্যালয়ের সামনে গিয়ে জমায়েতে মিলিত হন।জমায়েত থেকে একটি প্রতিনিধিদল জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে তার অফিসকক্ষে মিলিত হয়ে দাবীসনদ সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন তার হাতে।প্রতিনিধিদলে ছিলেন বীর কুমার দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা, সুচিত্রা দেববর্মা, রীনা দেববর্মা ও রত্না শুক্লদাস।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে নাবালিকার সাথে শারীরিক সম্পর্কের ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিং, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। প্রথমে ভালোবাসার নামে ফাঁদে ফেলে নাবালিকার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে পরে ব্ল্যাকমেলিং করে নাবালিকাকে নিয়মিত ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে।থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুললে তাকে পাঁচ দিনের জন্য জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত।ঘটনা খোয়াই থানাধীন জাম্বুরা গ্রামে।

জানা যায় যে, জাম্বুরা গ্রামের রাজীব বিশ্বাস নামের এক যুবক প্রায় বছর দুয়েক পূর্বে ভালোবাসার নামে জনৈকা নাবালিকার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে বলে অভিযোগ।এমনকি শারীরিক সম্পর্কের সময় নিজের মোবাইল ফোনে ভিডিও রেকর্ডিং করে পরে ভিডিও ফুটেজ ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করে নাবালিকাকে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের অভিযোগও উঠে রাজীব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।রাজীবের অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে নাবালিকা পুরো ঘটনাটি বাড়ীর লোকজনদের জানায়।

শনিবার নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৩/৩২৮/ ৩৭৬(২)(এন)/ ৫০৬ধারায় ও পকসো আইনের ৪নং ধারায় মামলা লিপিবদ্ধ করে।গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত রাজীব বিশ্বাসকে।রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের জন্য জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

ক্ষীরের মেসি মূর্তি বিকোচ্ছে হাওড়ায়

হাওড়া, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আর কয়েক মুহূর্ত। তারপরে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। রেফারির খেলা শুরুর বাঁশি কাতারে লুসেইল স্টেডিয়াম থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়ায়। মেসি জ্বরে আক্রান্ত গোটা বিশ্ব। আর্জেন্টিনায় মিষ্টির দোকান আছে কি না জানা নাই। তবে বাঙালির মিষ্টির দোকানে আর্জেন্টিনাকে পেয়ে যাবেনও ফুটবল পাগল এক টুকরো আর্জেন্টিনা যেন উঠে এসেছে হাওড়ার মিষ্টির দোকানে। ক্ষীর, ছানা দিয়ে তিন ফুটের মেসির মূর্তি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে হাওড়ার এক মিষ্টি কারিগরও রবিবার তা চেখে দেখতে ওই দোকানের সামনে ভিড় জমে যায়। মূর্তির মিষ্টি মেসির সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য হিড়িক পড়ে।মধ্য হাওড়ার ওই মিষ্টির দোকানে গেলে মনে হবে আপনি পৌঁছে গিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোনও মিষ্টি দোকানেও ওই দোকানের মালিক কেষ্ট হালদার জানিয়েছেন, তিন ফুটের মূর্তি তৈরি হয়েছে ১৭ কেজি ক্ষীর ও সন্দেশ দিয়ে। মেসির মূর্তি ছাড়াও দোকানে মিলছে আর্জেন্টিনার নীল সাদা রসগোল্লা। আছে সন্দেশ, এমনকী সন্দেশের বিশ্বকাপও সেগুলি শুধু সাজানো আছে তা নয়। তা কেনার জন্য আগাম বুক করা হয়ে গিয়েছে।

কাঞ্চনপুরের জঙ্গলে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। কাঞ্চনপুর জঙ্গলে হানা দিয়ে পাঁচ শতাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করল কাঞ্চনপুর মহকুমার আরক্ষা প্রশাসন। শনিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিআরপি ও টি এস আর বাহিনী নিয়ে কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উদয়ন দেববমা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সফলতা পেয়েছে পুলিশ। কাঞ্চনপুর থানা ও পেঁচাথল থানার সংযোগস্থল লুঙ্গী ছড়া এলাকায় গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে বিশাল গাঁজা বাগানের সন্ধান পায় পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন গাঁজা বাগান ধ্বংস করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। যদিও কে বা কারা এই বাগান তৈরি করেছে তার কোন সন্ধান পায়নি পুলিশ।কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উদয়ন দেববর্মা জানান প্রায় পাঁচশ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য এভাবে কাঞ্চনপুর মহাকুমার বিভিন্ন জঙ্গলে গাঁজা চাষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কাঞ্চনপুর মহকুমার আট দশ বছর যাবত কর্মরত একাংশ পুলিশ কর্মীর মদতেই এ ধরনের গাঁজা চাষ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে দীর্ঘদিন যাবত অবাদে গাঁজা চাষ হচ্ছিল মহকুমার বিভিন্ন জঙ্গলে। কাঞ্চনপুর থানার বিদায়ী পুলিশ অফিসারগন একাধিকবার অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে সফলতা পেলেও শষ্যর মধ্যে ভূত থাকায় মূল চক্র ধ্বংস করতে পারেনি পুলিশ।যদিও বর্তমান থানার পুলিশ অধিকারী উদয়ন দেববমা জানান কাঞ্চনপুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গাঁজা বিরোধী অভিযান চলতে থাকবে।সন্ধান পেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

শিলচর দূরদর্শনের প্রাক্তন চিত্র সাংবাদিক রুহুল আমিনের অকালমৃত্যু, শোক সাংবাদিক মহলে

শিলচর (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর দূরদর্শনের প্রাক্তন চিত্র সাংবাদিক তথা টেট শিক্ষক রুহুল আমিন লস্কর ওরফে রতন আর নেই। আজ রবিবার সকালে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহুল আমিন লস্করের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।রহুল আমিনের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কাছাড় জেলার সংবাদ এবং শিক্ষক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। আজ বিকাল সাড়ে তিনটায় জানাজার নামাজ সম্পন্ন হয়। সোনাইয়ের কচুদরমের বাসিন্দা রুহুল আমিন মাস কয়েক থেকে নানাবিধ রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য কয়েকবার বহিঃরাজ্যেও গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি হায়দরাবাদ থেকে চিকিৎসা করে বাড়ি ফেরেন। বাড়িতে আসার পর ফের শারীরিক অবনতি ঘটলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। মেডিক্যালের আইসিইউতে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি দেন।জানা গেছে, লিভারজনিত রোগ ও রক্তাল্পতায়ও ভুগছিলেন তিনি।

তিপ্রা মথা পরিচালিত এডিসি প্রশাসসেনর উদাসীনতায় মার খাচ্ছেন কৃষক ও জুমিয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। তিপরা মথা পরিচালিত রাজ্যের এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নামে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। শনিবার এডিসির ভূমি ও উদ্যান সংরক্ষণ দপ্তরের কাঞ্চনপুর মহকুমা ভিত্তিক লক্ষাধিক টাকা খরচ করে জুমে উৎপাদিত সবজি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মহকুমার দক্ষীণাঞ্চল হিসেবে পরিচিত আনন্দবাজার মোটর স্ট্যান্ড মাঠে সরকারি খরচে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব্জি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলেও অনুষ্ঠানে সাধারণের উপস্থিতি ছিলো না। জানা গেছে এই সবজি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন এডিসির ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং। যদিও সবজি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে এসে ফাঁকা মাঠ দেখে এডিসির ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং ক্ষোভ প্রকাশ অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যান। কার্যত জাতি উপজাতির মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সমাগমের অভাবে রীতিমত ভেস্তে যায়। পরবর্তীতে সমলোচনার হাত থেকে বাঁচাতে সন্ধ্যায় কার্যত ফাঁকা মাঠে সবজি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এডিসির ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং। যদিও এডিসিতে তিপ্রা মথার প্রশাসন প্রতিষ্ঠার। পর সাধারণ কৃষক বা জুমিয়ারা কোন সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়নি। তথাপি ঘটা করে লক্ষ টাকা খরচ করে এভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠছে।

রবিবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় উপস্থিত জনতার একাংশ। ছবি নিজস্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নয়া রূপ দিয়েছেন মোদী, শিলঙে বলেছেন অমিত শাহ

শিলং, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নয়া রূপ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী। আজ শিলঙে অনুষ্ঠিত এনইসি-র সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে এসে আয়োজিত সমাবেশে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদীজি ৫০ বারের বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের অন্যান্য দফতরের মন্ত্রীরা ৪০০ বারের বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্য সফরে এসে এতদঅঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের তদারকি করেছেন, যা পূর্ববর্তী কোনও সরকার করতে পারেনি। তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে মোদীর নতুন রূপ দেওয়ার সদিচ্ছা, বলেছেন অমিত শাহ।

তিনি বলেন, 'মোদিজি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খোলনলচে পালটে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এক নতুন আকার দিয়েছেন। আগামী দিনে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি এবং সংযোগ উন্নত করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিশাল সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে', যোগ করেন শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অবহেলিত ছিল। এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার পূর্ণ শক্তি ও আন্তরিকতার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উন্নয়নে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়োজিত। তিনি বলেন, উত্তরপূর্বের দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। গত আট বছরে এই অঞ্চলের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে যা পূর্ববর্তী সরকার করতে পারেনি। উন্নয়ন এখন দেশের ঐক্য-অখণ্ডতার সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

অমিত শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত আট বছরে উগ্রপন্থী-সম্পর্কিত সহিংসতার অবসান ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিতর্কিত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন (আফস্পা), ১৯৫৮ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা অন্বেষণ করছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। গত তিন বছরে ভারত সরকার সন্ত্রারাজের অবসান এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনায় উত্তরপূর্বে স্থায়ী শান্তি আনতে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এজন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শাহ বলেন, প্রধানন্ত্রীর অটল প্রতিশ্রুতি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ফলে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। দশকের পর দশকের অবহেলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অভূতপূর্ব উন্নয়নের এক নতুন যুগের সাক্ষী।

তেলিয়ামুড়া নতুন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হলেন শব্দ কুমার জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের সদ্য নিযুক্তি প্রাপ্ত সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকসহ নেতৃত্বরা। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ প্রথম কল্যাণপুরে জালাল সমস্ত অংশের নেতৃত্বদের নিয়ে মতবিনিময় ও বৈঠক করলেন। কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে দলীয় বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে গোটা এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করলেন। এর পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানিয়ে কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথেও মত বিনিময় করলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি শব্দকুমার জমাতিয়া। ক্ষুদ্র পরিসরে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেসের নব নিযুক্ত জেলা সভাপতি আগামী দিনে সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি দাবী করেছেন গোটা রাজ্যের মধ্যে মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে। তিনি আশাবাদী আগামী দিনে বেকার, ছাত্র, যুবক ,কৃষক সহ সকল অংশের মানুষ সম্মিলিতভাবে বর্তমান সরকারের বদল করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এদিন জেলা কংগ্রেস সভাপতির কল্যাণপুর সফরের সময় উনার সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিসিসি সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য, দিলীপ দেববর্ম, কংগ্রেস নেতা সুভাষ পাল, কার্তিক দেবনাথ, গৌরীশঙ্কর রায়, যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিপ্লব সাহা প্রমুখ। নবনিযুক্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়ার কল্যাণপুরে সফর ঘিরে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব সহ উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।